সখা-সম্পাদক

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।
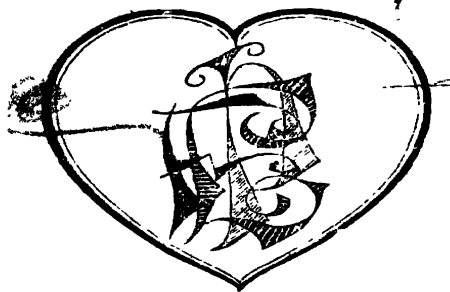
সখা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত,

৩নং বেনেটোলা লেন।

কলিকাতা,

২১০।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১৮৮৭।

প্রিয়তম নৃত্য,

এই পবিত্র উৎসব দিনে,

আমার প্রাণের ভালবাসা সহ

তোমার

প্রিয় দাদামনির

এই জীবনীখানি

তোমাকেই অর্পণ করিলাম।

১১ই, মাঘ ;—ব্রাহ্ম সংবৎ ৫৭।

ভূমিকা।

যাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাবলী অবলম্বনে এই জীবনী রচিত হইয়াছে, তাঁহার নাম ধন-সম্পত্তি, পদ-মর্য্যাদা, বা অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিগুণে এসংসারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই সত্য; এজগতে সচরাচর যে শ্রেণীর লোকের জীবন-চরিত লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে, তিনি সে শ্রেণীভুক্ত হইবার অবসর পান নাই সত্য; কিন্তু মানব-জীবনের সাধুতা, সদুদ্যম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মানুরাগ যদি মহৎ পদার্থ হয়, এই সকল সদ্‌গুণের চিত্রে যদি মানব-সমাজের কোনও উপকার দর্শে, অসাধারণ অধ্যবসায়ের সাধু-দৃষ্টান্ত যদি লোক-মধ্যে প্রচারের যোগ্য হয়, তবে সখা-সম্পাদক প্রমদা-চরণ সেনের জীবন-কথাও কাহারও না কাহারও উপকারে আসিতে পারে। প্রধানতঃ এই উদ্দেশে এবং এই আশায়ই আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনী প্রচারে অগ্রসর হইলাম। নতুবা যাঁহার জীবন কেবল বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজনের মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে, যাঁহার জীবন-কুসুম এই সংসারারণ্যের এক নিভৃত কোণে প্রস্ফুটিত হইয়া, সেই নিভৃত কোণেই অকালে ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার জীবনের সামান্য চিত্রখানি সেই নিভৃত ও পবিত্র নিবাস হইতে বাহির করিয়া লোকের চক্ষে ধরিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

আর স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন বঙ্গসমাজের নিকট বিশেষ

সুপরিচিত না হইলেও, একেবারে যে অপরিচিত তাহাও বলা যায় না। বাঙ্গালার বালকবালিকাগণের—সখার সহস্র সহস্র পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট প্রমদাচরণের নাম অতি প্রিয় বস্তু। প্রমদাচরণের জীবনী পাঠে অপর কাহারো আগ্রহ না জন্মিলেও এই সহস্র সহস্র বালক বালিকার অকৃত্রিম আগ্রহ জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সকল সরলমতি বালকবালিকা ও যুবকযুবতীর জন্যও তাঁহাদের প্রিয় 'সখার' জন্মদাতার জীবনী প্রকাশিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

আর একটি কথা। প্রমদাচরণ যে মহৎ ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, যে মহৎ ব্রত সাধনে প্রধানতঃ আপনার ক্ষুদ্র জীবনের সর্ব্বস্ব নিয়োজিত ও ব্যয়িত করিয়া, পরিশ্রান্ত সৈনিকের মত, যে মহৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার জীবনত্যাগ করিয়াছেন,—সে মহৎ ব্রতের ব্রতী বঙ্গসমাজে বেশী নাই; প্রমদাচরণের মত আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। এই ব্রত, বাঙ্গালার শিশু ও যুবক সমাজের নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা-বিধান—বিদেশীয় রাজপুরুষগণ প্রবর্ত্তিত বিদ্যালয়ের একদেশদর্শী শিক্ষাপ্রণালীকে বিদ্যালয়ের চতুঃসীমা-বহির্ভূত অন্য প্রকারের উচ্চতর ও মহত্তর শিক্ষা দ্বারা পূর্ণাঙ্গ করা। সখা-সম্পাদক এই ব্রতের একজন প্রধান ব্রতী ছিলেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায়, জীবনে প্রমদাচরণ আপনার জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যাইবার অবসর পাইলেন না। প্রমদাচণের অভাবে "সখার" সুবিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র শূন্য-প্রায়। এ শূন্য-স্থান কে পূর্ণ করিবে? প্রমদাচরণের জীবনী পাঠে হয়ত

কোনও সদুৎসাহী বঙ্গীয় যুবকের প্রাণে ঈশ্বর কৃপায়, এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জ্বলিয়া উঠিতে পারে। এই আশায়ও তাঁহার জীবনী প্রচারিত হইল।

শেষ কথা। প্রমদাচরণের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ের একটি প্রধান স্থান শূন্য হইয়াছে। সেই সকল বন্ধুবান্ধবদিগের মুখ চাহিয়াও আমরা এই গুরুতর কার্য্যে, সশঙ্কিত চিত্তে, হস্তক্ষেপ করিলাম। ভগবানের কৃপায় মৃত ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সুবিচার করিয়াও পাঠক সাধারণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া এ কার্য্য সাধন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইব।

স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও শৈশব-জীবন।

কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী ইটালী নামক স্থানে, তাঁহার পিতার বাসা-বাটীতে, ১২৬৬ বাঙ্গালার ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে, বুধবার দিবসে, প্রমদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন বাঙ্গালার পুলিসে কর্ম্ম করিতেন। প্রমদাচরণের জন্ম কালে তিনি ইটালির থানায় দারোগা ছিলেন। প্রমদাচরণেরা দুই ভাই এবং এক ভগিনী। প্রমদাচরণ তারিণীচরণ সেন মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন খুলনার একজন প্রধান উকীল। তাঁহার কনিষ্ঠা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী ভ্রাতার চরম রোগ-শয্যায় ভ্রাতৃ-স্নেহের অশেষ নিদর্শন দেখাইয়া, সেই কাল রোগেই, প্রমদাচরণের মৃত্যুর অল্প দিন পরে, প্রাণ-প্রতিম সহোদরের অন্বেষণে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

প্রমদাচরণ অতি সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসন যশোহরের অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে; এবং সেনহাটীর সেনেরা বাঙ্গালার বৈদ্য-সমাজে, বংশ-মর্য্যাদায় বহুকাল হইতেই অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

প্রমদাচরণের পিতা শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন মহাশয় অসাধারণ ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক ছিলেন। উচ্চবংশীয় ব্যক্তিগণের জীবনে যেরূপ মানসিক তেজের নিদর্শন পাওয়া যায়, তারিণীচরণ সেন মহাশয়ের জীবনেও তাহা সর্ব্বদা পাওয়া যাইত। তিনি যখন যাহা সংকল্প করিতেন, দেশ শুদ্ধ লোক মিলিয়াও তাহার ব্যত্যয় ঘটাইতে পারিত না। তাঁহার কোট্‌ বজায় রাখিতে তিনি ধন, মান কিছুর দিকেই দৃক্‌পাত করিতেন না। জীবনের শেষ দশায় যখন ধর্ম্ম বিষয়ক মত-ভেদ উপস্থিত হইয়া পিতা পুত্রে মহা অসদ্ভাবের সঞ্চার হয়, তখনও বৃদ্ধ সেন মহাশয়ের মানসিক তেজ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অবাধ্য পুত্রকে গৃহ তাড়িত করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। চিরকালের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার প্রমদাচরণের প্রতি অবরুদ্ধ করিলেন। পুত্রকে গৃহ-তাড়িত করিয়া পিতার প্রাণে যে গভীর যাতনা হইল, তাহা অপরে কি বুঝিবে? কিন্তু তারিণীচরণ সেন মহাশয় বলবতী ইচ্ছা-শক্তি প্রভাবে, এই দুর্ব্বিসহ যাতনা অম্লান বদনে সহ্য করিলেন। আত্মীয় পরিজনেরা তাঁহার জ্বলন্ত ক্রোধেরই পরিচয় পাইলেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মর্ম্মস্থলে যে তুষানল জ্বলিতেছিল, তাহার আভাস স্পষ্টরূপে পাইলেন না। প্রমদাচরণের প্রতি তাঁহার প্রাণের গভীর স্নেহ মমতার যে কণা মাত্রও হ্রাস হয় নাই, বহুদিন পরে একটী ঘটনায় তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যায়। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইবার বহুদিন পরে. প্রমদাচরণ একবার গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা হইতে যশোহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

ভ্রমণ করিয়া যশোহর-খুলনা সম্মিলনী নাম্নী একটী দেশহিত-করী সভার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে এক দিন পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পিতা, পুত্রের শুভাগমন উপলক্ষে স্বহস্তে অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে গেলেন। কিন্তু পিতার এই আদর যত্নে প্রমদাচরণের প্রাণে বিষম লাগিল। তিনি এই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিতে পারিলেন না। সত্বর পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন! এই সময়ে প্রমদাচরণ তাঁহার পিতাঠাকুরকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ আছে। সে পত্রখানি এই :—

শ্রীযুক্তেশ্বর তারিণীচরণ সেন পিতৃ ঠাকুর মহাশয়ের
শ্রীচরণে ; সেনহাটী।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

নিবেদন এই, আমি কাল বাটীতে গিয়া অত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসাতে, বিশেষতঃ না খাইয়া আসাতে আপনি নিশ্চয় মনে কষ্ট পাইয়াছেন। আমি সন্ধ্যা কালেই চলিয়া আসিলাম, তাহার কারণ এই যে, তখনই না আসিলে আজ প্রাতঃকালের সভাতে আসা যায় না। আমার না খাইয়া আসিবার কারণ এই যে, একে ত আমার ক্ষুধা ছিল না ; আর ক্ষুধা থাকিলেও আমি খাইতে পারিতাম না। তাহার কারণ এই, যখন শুনিলাম যে আপনি আমার জন্য রাঁধিয়াছেন, তখন আমার এত ক্লেশ হইল যে, সে ক্লেশ লইয়া ভাত খাইতে বসিলে আমি চক্ষুর জলে ভাত দেখিতে পাইতাম না।

দ্বিতীয়তঃ, যাঁহার দশ জন বামণ রাখিবার ক্ষমতা আছে, তিনি উপবাসী থাকিয়া, কষ্ট করিয়া, হাত পোড়াইয়া আমার জন্য রাঁধিয়াছেন, আর আমি বাবুগিরি করিয়া তাহাই খাইব, ইহা চণ্ডালের কাজ—রাক্ষসের কাজ বলিয়া আমার মনে হইল; ইহা ভাবিতে আমার চক্ষে জল আসিল। কাঁদিয়া ফেলিতে লজ্জা হয় বলিয়াই, তাড়াতাড়ি আপনার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। যাহা হউক, আপনার কাছে দুদণ্ড দাঁড়াইয়া যদি কাঁদিতাম তাহাও উচিত ছিল, তথাপি তত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসা ভাল হয় নাই। ভরসা করি আপনি আমাকে এই চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য ক্ষমা করিবেন; এবং এই শ্রীচরণে প্রার্থনা যে, আপনি কোনরূপ বিরুদ্ধ বা অন্যথা ভাবিবেন না।

সেষক

শ্রীপ্রমদাচরণ সেনস্য।

প্রমদাচরণ অতি শৈশবে মাতৃহীন হন। সপ্ত বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। কিন্তু মাতার কঠোরশাসনে এই অল্প বয়সেই প্রাণে এমন বিষ ঢালিয়া দিয়াছিল যে, মাতৃ বিয়োগে এই সুকুমার মতি বালকের কোমল হৃদয়ে বিন্দু মাত্রও যাতনা হইল না। পরিণত বয়সেও প্রমদারচরণের মনে তাঁহার মাতার কঠোর শাসনের স্মৃতি বিলক্ষণ উজ্জ্বল ছিল। মাতৃ-বিয়োগের প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পরে প্রমদাচরণ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"আমার যখন প্রায় সাত বৎসর বয়স, তখন আমার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু হইলে আমার যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ হইয়াছিল। আমি কি হতভাগ্য! মা যে কি বস্তু তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মার অভাবে হৃদয় কতখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছে! এখন পরের মাকে মা ডাকিয়া ক্ষোভ মিটাতে চাই; মা থাকিতে কেন এবুদ্ধি হয় নাই? যাহা হউক মার মৃত্যুতে আহ্লাদিত হইবার একমাত্র কারণ, মার অত্যাচার। আমি বাল্য-কালে বড় দুষ্ট ছিলাম, কাজে কাজেই মা এক দিনের তরেও আমাকে স্নেহ দেখান নাই।"

শৈশবে মাতৃহীন হওয়াতে যদিও সাক্ষাৎভাবে তাঁহার মাতৃ-চরিত্র প্রমদাচরণের চরিত্র ও জীবনের উপর কোনও বিশেষ আধিপত্য ভোগ করিতে পারে নাই, তথাপি তাঁহার মাতার বিষয় আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও চরিত্রবতী রমণী বলিয়া মনে হয়। যে মাতা সন্তানের ভবিষ্য মঙ্গলের মুখ চাহিয়া, তাহার দুষ্টমি নিবারণ করিবার জন্য, আপনার স্নেহের আবেগ সংব-রণ করিতে সমর্থা,—যিনি প্রাণপ্রতিম তনয়কে উপযুক্ত রূপে শাসন করিতে সতত উদ্যতা, এ হতভাগ্য দেশের অশি-ক্ষিত মাতৃ-সমাজে তিনি বাস্তবিকই একজন অসাধারণ রমণী। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তিনি যদিও পুত্রকে শাসন করিতে গিয়া ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন না, তথাপি এই কঠোর শাসনের মধ্য দিয়াই তাঁহার চরিত্রে আত্মসংযমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

যৌবনের বিবিধ সংগ্রামে, পর-জীবনে, প্রমদাচরণ যে আত্ম-সংযমের পরিচয় প্রদান করিয়া বন্ধুবান্ধবদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নিকট হইতে লাভ করেন নাই, এ কথা বলা যায় না। ফলতঃ প্রমদাচরণের ক্ষুদ্র জীবনে যে সকল সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার জন্য তিনি যে বহুল পরিমাণে তাঁহার পিতা-মাতার নিকট ঋণী ছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

প্রমদাচরণ শৈশবাবধিই বিলক্ষণ পুষ্টকায় ছিলেন। তিনি নিজে বলিয়াছেন যে "আমার জন্মাবধি অনেক কাল পর্য্যন্ত শরীর এত হৃষ্ট পুষ্ট ছিল যে বড় একটা কেঁহই কোলে করিতে চাহিত না। আমাকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া রখিলে, তাহাতে অন্য কাহারও স্থান সঙ্কুলান হইবার যো থাকিত না।" এই সবল ও সুস্থকায় বালক যে অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইবে, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রমদাচরণও শৈশবে নিরতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। কুশিক্ষা ও কুসঙ্গগুণে এই দুরন্ত বালক মধ্যে মধ্যে নীতির সীমা অতিক্রম করিয়া যাইত সত্য, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহার শৈশব জীবনের "দুষ্টমির" অভ্যন্তরে যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম এবং অক্লান্ত শ্রম-শক্তির পুর্ব্ব-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রমদাচরণ পরজীবনে শৈশবের এই সমুদায় দুষ্টমির কথা স্মরণ করিয়া সতত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। অপর বালক বালিকার যে সকল ত্রুটী ও দোষ বাল-স্বভাব-সুলভ চপলতা-প্রসূত বলিয়া তিনি সতত প্রসন্নচিত্তে মার্জ্জনা করিতেন, আপনার জীবনের সেই সকল ত্রুটী ও

দোষকেই তিনি নিতান্ত দুষ্কর্ম মনে করিয়া সর্বদা অনুতপ্ত হইতেন। এই সকল দুষ্টামির কথা উল্লেখ করিয়া প্রমদাচরণ বলিয়াছেন যে, 'বাড়ীর ছেলেদের ত কথাই নাই, আমার জ্বালায় পাড়ার অপর লোক পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিত। বাড়ীতে উৎপাত করিতাম বলিয়া মা আমাকে সমস্ত দিন বাড়ীতে থাকিতে দিতেন না। প্রসন্ন গুহ নামে আমাদের বাটীর একজন সরকারের বাড়ীতে আমাকে সমস্ত দিন থাকিতে হইত। আমিও অত্যাচারী মাতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম ভাবিয়া মহা আহ্লাদে প্রসন্ন দাদার বাড়ীতে থাকিতাম।"

শৈশবে প্রমদাচরণ দুই তিনবার আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অতি শিশুকালে তাঁহার একবার ওলাউঠা হয়। এই ভীষণ রোগের যাতনায় তাঁহার সবল দেহ একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল। অন্তিম কাল উপস্থিত ভাবিয়া আত্মীয়স্বজনেরা তাঁহার মৃতবৎ দেহকে বেষ্টন করিয়া কাণে হরি নাম শুনাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কোনও ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে, "হরি যা করেন" বলিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তে, তাঁহাকে খানিক তেঁতুল গোলা খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। ঈশ্বর কৃপায় ইহাই দুরারোগ্য বিসূচিকা রোগে শিশু প্রমদাচরণের পক্ষে মহৌষধি হইয়া দাঁড়াইল। ঈশ্বর-ইচ্ছায় প্রমদাচরণ এ যাত্রা বাঁচিয়া উঠিলেন।

শৈশবে আরও দুই তিনবার প্রমদাচরণ এইরূপ আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার এক গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়া বড় ক্লেশ পান। আর

একবার সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বেই জলে নামিয়া জীবন হারা-ইবার উপক্রম হয়। এতদ্ব্যতীত এই সময়েই প্রমদাচরণের শিরোরোগের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে তাঁহার একটী অতি উৎকট রোগ জন্মে। এই রোগে মধ্যে মধ্যে সহসা তাঁহাকে একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেলিত। শূন্য দৃষ্টিতে, অসাড় দেহে, আকাশ পানে নিবিষ্ট ভাবে চাহিয়া একেবারে অচেতন হইয়া যাইতেন। "হাতের যাহা কিছু দ্রব্য তাহা পড়িয়া যাইত।"

পরিণত বয়সে প্রমদাচরণ তাঁহার শৈশব জীবনের আলো-চনা করিবার সময়, এই সমুদায় উৎকট পীড়ার মধ্যে সতত ভগবানের মঙ্গল হস্ত নির্দ্দেশ করিতেন। তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার দুর্দ্দান্ত অত্যাচার হইতে পাড়াপ্রতিবাসীদিগকে কিয়ৎকালের জন্য বিরাম দিবার উদ্দেশেই ভগবান এই সকল উৎকট রোগের দ্বারা তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া রাখিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে,—"এত অত্যাচার করিতাম ইহা হইতে ক্ষণ কালের জন্য যদি কোনও প্রকার বিরামের উপায় ঈশ্বর না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে হয়ত লোকের তিষ্ঠান ভার হইত।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৈশব-শিক্ষা।

তাঁহার পৈত্রিক বাসগ্রাম সেনহাটীতেই প্রমদাচরণের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই গ্রামের গুরু মহাশয়ের পাঠশালে প্রমদাচরণের সর্ব্বপ্রথম বর্ণ-জ্ঞান জন্মে। যেমন বাড়ীতে, তেমনি পাঠশালে, প্রমদাচরণ আপনার দুরন্ত প্রকৃতি দ্বারা সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সুতরাং গুরু মহাশয়দিগের চিরন্তন দণ্ড প্রণালীর প্রায় সকল অংশেই প্রমদাচরণের অল্পাধিক অভিজ্ঞতা জন্মে। পাঠশালে প্রমদা-চরণ যেরূপ দুরন্ত ব্যবহার করিতেন, তদনুরূপ বিদ্যা-শিক্ষা করিতেন কি না, তাহা জানি না; তবে এ স্থানে যে তাঁহাকে সতত অতি গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইত এ কথা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

"গুরু মহাশয়ের পাঠশালে যখন পড়িতাম, তখন যে কি শাস্তি ভোগ করিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। "চৌদ্দ পোয়া," "ঘুঘু মোড়া" প্রভৃতি শাস্তি আমার উপর দিয়া যে কত গিয়াছে তাহার অবধি নাই। ইহা ছাড়া আর-শুলা পরিপূর্ণ বাক্সের ভিতরে বদ্ধ হইয়াছি, এবং আমার গায়ে কাঠ পিপড়ার বাসা কত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে! বিছুটী আমার গায়ে দেওয়া হইয়াছে কিনা স্মরণ নাই, কিন্তু অন্যের গায়ে দিতে দেখিয়াছি।"

এইরূপে গ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা পড়া সমাপ্ত করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রমদাচরণ ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

আজি কালি যেরূপ দেশের সর্ব্বত্র উচ্চ এবং মধ্যশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় দেখিতে পাওয়া যায়, বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে সেরূপ দেখা যাইত না। তখন ইংরাজি শিক্ষা সহর ও সহরতলি হইতে অল্পে অল্পে অতি সাবধানে যেন গ্রাম্য জীবনের গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে পাদ প্রসারণ করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। কাল প্রতাপে সেনহাটী গ্রামেও একটী সমান্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরম্ভ হইল। ক্রমে এই চেষ্টা ফলবতী হইল; এবং প্রমদাচরণ গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ও তদন্তর্ভুত পৈশাচিক দণ্ড প্রণালী হইতে চিরকালের জন্য সস্মিত-বিদায় গ্রহণ করিয়া নবোৎসাহে এই নূতন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তী হইলেন।

সেনহাটী ইংরাজি বিদ্যালয়ে কিছু কাল শিক্ষা লাভ করিয়া প্রমদাচরণ যশোহরে বিদ্যা শিক্ষার্থ গমন করিলেন। সেনহাটী বিদ্যালয়ে কত দূর অবধি পড়া শুনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা নাই; কিন্তু যশোহরে গিয়া যত দূর ক্ষমতা, তদপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্ত্তী হইলেন। পর-জীবনে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ও শৈশবের শিক্ষা প্রণালীর দোষ দেখাইয়া তিনি অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন। কঠোর শাসনে সচরাচর কোমল-মতি বালকদিগের প্রাণে আত্মোন্নতি বিধানে যেরূপ গুরুতর অরুচি জন্মে, প্রমদাচরণেরও তাহাই জন্মিল। বেত্রাঘাত প্রভৃতি বিদ্যালাভের চির সহচর

হইয়া, বিদ্যার উপরে তাঁহার বিজাতীয় অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিল।

'ভাল পড়া না পারিলে প্রহারের ভয়, বাড়ীতে কোনও রূপ দুষ্টমি—দুষ্টমি কেন, চঞ্চলতা প্রকাশ করিলেও প্রহারের ভয়। অষ্ট প্রহর ভয়ে ভয়ে বেড়াইতে হইত। পড়া পারিতাম না, প্রহার হইত। বাড়ীতে দুষ্টমি, চঞ্চলতা, যাহাই দেখাইতাম, তাহাতেই ভয়ানক প্রহার হইত। এইরূপে প্রহার খাইয়া খাইয়া মনে হইত, পড়া শুনা করি না করি; এ বুঝি বাবার স্বার্থ, নতুবা তিনি এরূপ অন্যায় দণ্ড দেন কেন?'

অন্যায় ও কঠোর শাসনে বিদ্যালাভকে পিতার স্বার্থ বলিয়া কত কুশাসিত বালক যে বিদ্যাশিক্ষায় গুরুতর অমনোযোগী হইয়া আজীবন মূর্খ থাকিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করে, বলিতে পারা যায় না। সৌভাগ্য ক্রমে প্রমদাচরণের সে দুর্দশা ঘটে নাই। পিতার কঠোর শাসনে যেমন এক দিকে তাঁহার প্রাণে আত্মোন্নতির প্রতি গুরুতর অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছা জন্মিতেছিল, সেইরূপ আর এক দিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কোমল ও মধুর শাসনে হৃদয়কে বশীভূত করিয়া, তাঁহার প্রাণে সদ্ভাব ও সদুৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। সহোদরের এই মধুর শাসনের একটী দৃষ্টান্ত প্রমদাচরণের দৈনন্দিন লিপি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"দাদা কলিকাতা হইতে একটী ঘড়ি আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। আমি বালক-স্বভাব-সুলভ চঞ্চলতা বশতঃ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে ঘড়ির

একটী কাঁটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। তাহার দুঃখ হইল, ভয় হইল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। পরে দাদা যখন ঘড়ি চাহিলেন, তখন বাক্স খুলিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলাম— "একি?—কে ভাঙ্গিল? কে ভাঙ্গিল?" দাদা চতুর লোক বুঝিতে পারিলেন যে আমারই কর্ম্ম। আমি কাঁদিতে ছিলাম। দাদা বলিলেন, "দেখ, আমি শীঘ্রই কলিকাতায় যাইব। সেখানে কাঁটাটী মেরামত করিতে আমার দুই চারি আনা লাগিবেক, ইহার জন্য তুমি যে একটা মিথ্যা কথা বলিলে এ বড় দুঃখের বিষয়।" দাদা বিরক্ত না হইয়া এই কথা গুলি বলাতে, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলাম। বাবার সহস্র প্রহার অপেক্ষা দাদার এই কথাগুলি আমার চরিত্র সংশোধন পক্ষে কার্য্যকর হইল।"

যশোহরে অবস্থান কালে দুইটী শোচনীয় ঘটনায় বালক প্রমদাচরণের প্রাণ সর্ব্ব প্রথম শোকবিদ্ধ হয়। এই সময়ে প্রমদাচরণের "মাতৃসদৃশা প্রতিপালিকা, ধাত্রীমাতার" মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় প্রমদাচরণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে।

"মাকে যে কষ্ট দিয়াছি, তাহাতে মনকে প্রবোধ দিবার এইটুকু ছিল যে, মাও আমাকে যথেষ্ট প্রহার করিতেন। কিন্তু ধাত্রী মাতা আমাকে এত ভাল বাসিতেন যে, একদণ্ড আমাকে না দেখিলে অস্থির হইতেন। আমি তাঁহাকে প্রহার করিতাম, কত কটু কথা বলিতাম, তিনি কখনও আমাকে তদুত্তরে কটু কথা বলেন নাই, কিন্তু কেবল কাঁদিতেন, এবং বোধ হয় মনে মনে আমার সুদিনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার যাহা কিছু

টাকা কড়ি, এক ছড়া সোণার মালা, আমার এবং আমার স্ত্রীর জন্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। * * আমার ধাত্রী মাতা মরিয়া গেলে তবে আমি বুঝিয়াছি স্নেহ কি পদার্থ! যাঁহার জোরে জোর করিতাম, যাঁহার আশায় আশা ছিল, তিনি মরিয়া গেলে আমার সকল আব্দার করা, সকল জোর করা ফুরাইল।"

এই ঘটনার অল্প দিবস পরেই প্রমদাচরণের বধূঠাকুরাণীর পরলোক হয়। ইনি যদিও প্রমদাচরণ অপেক্ষা কেবল মাত্র দুই তিন বৎসরের বড় ছিলেন, তথাপি তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারে এই বালকের হৃদয় এরূপ বশীভূত হইয়াছিল যে প্রমদাচরণ যাবজ্জীবন এই শৈশব সহচরীর স্মৃতিচিহ্ন গুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রমদাচরণ তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে, মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায়, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

"আমার দাদার স্ত্রী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী এই সময়ে যশোহরে পীড়িতাবস্থায় ছিলেন। তাঁহার সেই পীড়াতেই মৃত্যু হইল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার বয়সের এবং তাঁহার অবস্থার কোনও মহিলাই আমাকে অত স্নেহ করেন নাই। আমিও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভাল বাসিতাম। পীড়ার সময়, যশোহরে ও সেনহাটীতে তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম। বার বৎসরের বালকের চেষ্টায় আর কি হইবে? এখন তিনি পরলোকে; কিন্তু আমি তাঁহার সরল স্নেহপূর্ণ মুখ, ভগ্নির অকপট বাৎসল্য, এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তাঁহার

শেষ চিহ্ন স্বরূপ কতকগুলি অপরিষ্কৃত বস্ত্র ও পুস্তকাদি আমার নিকট চিরকাল থাকিবে।”

এই দুইটী শোচনীয় ঘটনায় প্রমদাচরণের বাল-স্বভাব-সুলভ দুরন্ত প্রকৃতিকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া তোলে। তাঁহার ধাত্রী মাতার মৃত্যুর পরেই প্রমদাচরণের আচার ব্যবহারে তাঁহার পরিবারবর্গ একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রমদাচরণ পর-জীবনে মধ্যে মধ্যে আপনার প্রকৃতির যে গম্ভীরতার পরিচয় প্রদান করিতেন, এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহার বিলক্ষণ পুর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পিতার অত্যধিক কঠোর শাসন-দোষে এবং “যতটুকু বয়স ও যতটুকু বুদ্ধি, তদপেক্ষা উচ্চতর পাঠ্য পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়া,” প্রমদাচরণ সহজেই যশোহরের ইংরাজি বিদ্যালয়ে আপনার সমপাঠীগণের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিযোগিতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেন না। পুত্রের পড়াশুনা ভাল হইতেছে না দেখিয়া, তারিণীচরণ সেন মহাশয় অগত্যা তাঁহাকে সেনহাটীতে পুনঃ প্রেরণ করিলেন। এইখানে প্রমদাচরণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং যথাসময়ে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তী হইলেন।

সেনহাটীতে এবং তৎপর কলিকাতায় প্রমদাচরণ তাঁহার সহোদরের মধুর শাসনাধীনে থাকিয়া পড়া শুনায় বিলক্ষণ মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া প্রমদাচরণ লিখিয়া গিয়াছেন :—

“দাদার অধীনে প্রহার বড় হয় নাই, মিষ্ট ভর্ৎসনা এবং

উৎসাহই বেশী। যদি কখনও গালাগালি দিতেন, তাহার পরের উৎসাহেই গালাগালি ভুলিয়া যাইতাম। "প্রাইজ না পাইলে বড় লজ্জার কথা হইবে," "ভূগোলে যদি প্রথম হইতে পার তবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট Atlas (মানচিত্র) তোমাকে পারিতোষিক দিব" ইত্যাদি উৎসাহ বাক্যে উন্নতি না হইয়া যায় না।"

প্রমদাচরণেরও তদ্দ্বারা বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পূর্ব্বতন কঠোর শাসনাধীনে যে বালক আপনার দৈনিক পাঠ পর্য্যন্ত সুন্দর রূপে শিক্ষা করিতে পারিত না; এখন সে বার্ষিক পরীক্ষায় সমপাঠিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া, প্রতি বৎসর পুরস্কার পাইতে লাগিল। যে বালক পূর্ব্বকার কঠোর শাসনাধীনে থাকিয়া আপনার চরিত্র গুণে শিক্ষকদিগের কেবল ভর্ৎসনার পাত্রই ছিল, এখন সে তাঁহাদিগের প্রিয় পাত্র হইয়া রহিল। প্রমদাচরণের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা-শক্তি এই সময়ে যেরূপ, পূর্ব্বেও প্রায় তদনুরূপই ছিল, কিন্তু এই শক্তি কঠোর শাসনে মুহ্যমান থাকিয়া, তাদৃশ সুফল প্রসব করিতে সমর্থ হয় নাই। দণ্ডের শাসন অপেক্ষা প্রীতির কোমলতর শাসন যে শত সহস্র গুণে অধিক কার্য্যকরী, প্রমদাচরণের বাল্য-ইতিহাসে তাহা অতি বিশদ রূপে প্রমাণিত হইয়াছিল।

শৈশব জীবনের এই কঠোর অভিজ্ঞতা ঈশ্বর কৃপায়, পর জীবনে, প্রমদাচরণের বিশেষ কার্য্যোপযোগী হইয়াছিল। যৌবনের প্রারম্ভে, নানা কারণে, ছাত্র-জীবন পরিত্যাগ করিয়া প্রমদাচরণ যখন অধ্যাপনা-ব্যবসায় অবলম্বনে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন শৈশবের এই অভিজ্ঞতা

হইতেই তিনি প্রীতির মূল শাসনকে বালকদিগের বিদ্যা-
শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া, আপনার
অধ্যাপনা কার্য্যে সতত তাহাই অবলম্বন করিতেন; এবং
এই শাসন গুণেই প্রমদাচরণ শিক্ষকতা কার্য্যে বিশেষ কৃত-
কার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

কলিকাতায় প্রথম শিক্ষা।

সেনহাটী হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রমদাচরণ কলিকাতায় আসিয়া হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। পল্লিগ্রাম হইতে অপরিপক্কমতি বালকগণ সচরাচর এই বিবিধ প্রলোভন-পূর্ণা মহানগরীতে আসিয়া, কুসঙ্গে পড়িয়া, যেরূপে আপনাদের সর্ব্বনাশ ঘটায়, প্রমদাচরণেরও তাহা ঘটিবার উপক্রম হইল। কলিকাতার প্রধান প্রধান বিদ্যালয় সমূহ তখন অসচ্চরিত্র বালক ও যুবকগণের প্রধান আড্ডা ছিল। আজি কালি নব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় সমূহে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয় বলিয়া, এবং বালকগণের চরিত্রের ও আচার ব্যবহারের প্রতি শিক্ষগণের অধিকতর দৃষ্টি থাকাতে, বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রবৃন্দের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইতেছে। কিন্তু প্রমদাচরণ যখন প্রায় পঞ্চদশাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আসিয়া হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন, তখন কলিকাতার ছাত্র মণ্ডলী মধ্যে দুর্ম্মতি ও দুশ্চরিত্র ছাত্রগণের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। পল্লিগ্রাম হইতে আসিয়াই প্রমদাচরণ এই বিষম দুর্নীতির হাওয়াতে পড়িলেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয় মন চিরদিনের জন্য কলুষিত ও বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইল। কলিকাতা সভ্য স্থান। কলিকাতার যুবক ও

বালকেরা "সভ্যতার" ক্রীড়াভূমিতে লালিত পালিত এবং বর্দ্ধিত। পল্লিগ্রামের অসভ্যতা হইতে আগত যুবকের প্রাণে তাহার সভ্যতর সমপাঠীগণের অনুকরণ করা স্বাভাবিক। প্রমদাচরণ আপনার এই সময়কার মানসিক অবস্থার বিষয় বলিয়াছেন ;—

"নূতন পল্লিগ্রাম হইতে আসিয়াছি ; পাছে কেহ অসভ্য মনে করে, সুতরাং সমুদায় বিষয়েই একপাঠীদিগের অনুবর্ত্তী থাকিতে চেষ্টা করিতাম।" অল্প দিনের মধ্যেই প্রমদাচরণ এই সভ্যতার অনুবর্ত্তী হইতে গিয়া, সভ্যতর সমপাঠীগণ সংগৃহীত চাঁদার টাকা দিবার জন্য ভ্রাতার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিলেন। ধরা পড়িলেন। "দাদা জানিয়া প্রহার করিলেন। কিন্তু বলিয়া দিলেন, "যখন যাহা প্রয়োজন, অকপটে আমার নিকটে চাহিও। আমি বিবেচনা করিয়া দিতে হয় দিব, না হয় যাহা বিহিত বোধ হয় করিব।" প্রমদাচরণের যথেষ্ট শিক্ষা হইল ;—সেই অবধি আর তাঁহার চুরি করিতে হয় নাই।

এই সকল "সভ্যতর" সমপাঠীগণের প্রসাদে প্রমদাচরণ অত্যল্প দিন মধ্যেই আর একটী গুরুতর প্রলোভনে পড়িলেন। "সভ্যতা" স্রোতে ভাসিয়া বহুতর অসভ্য, অপাঠ্য এবং নিরতিশয় অশ্লীল গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রচারিত হইত। এই উপায়ে দুর্নীতি পরায়ণ বাজারে লেখকগণের কৃপায় কত সুকুমার মতি নির্ম্মল চরিত্র যুবকের যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বলা যায় না। প্রমদাচরণেরও এই কারণে সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইল। কলি-

কাতায় আসিবার কিছুকাল পরেই "কলিকাতা রহস্য" নামে একখানি পুস্তক তাঁহার হাতে পড়িল। আমরা এই পুস্তক কখনও পাঠ করি নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ বিলাতের কোনও জঘন্য অশ্লীল বর্ণনা পূর্ণ "রহস্যের" অনুকরণে তাহা লিখিত হইয়াছিল। যাহা হউক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রমদাচরণ বলিয়াছেন যে, "এইরূপ অশ্লীল পুস্তক আমি তৎপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। পুস্তক পাঠ করিয়া আমার মানসিক ও শারীরিক যে অপকার হইল তাহা বর্ণনীয় নহে।" যাহাহউক আপনার ভাগ্যবলে ও জগদীশ্বরের কৃপাবলে, প্রমদাচরণ পরিনামে, এই সকল দুর্নীতি, কুভাব, এবং কুআধিপত্য হইতে সম্পুর্ণরূপে মুক্তি লাভ করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র জীবনকে প্রেম ও পবিত্রতার আভরণে সুসজ্জিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

কিন্তু ছাত্র জীবনের এই সকল ক্লেশকর অভিজ্ঞতা পরজীবনে প্রমদাচরণের প্রাণে অনেক সদুৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। নৈতিক শিক্ষার অভাবে বাঙ্গালার যুবক-সমাজ দিন দিন কেমন অধঃপাতে যাইতেছে, প্রমদাচরণ পরে তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সুনীতির বীজ বালকগণের প্রাণে বপন করিয়া না দিতে পারিলে, তাহাদের ভবিষ্য জীবনে যে তাহারা এই হতভাগ্য দেশের কোনও কাজেই আসিবে না, এবং আজীবন পাপ-অত্যাচার-স্রোতে ভাসিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের সর্ব্বনাশ ঘটাইবে, প্রমদাচরণ আপনার ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা অতি উজ্জ্বল রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং তাহাতেই

তিনি স্বয়ং যে সকল ক্লেশ ও যাতনার ভুক্তভোগী ছিলেন, সেই সকল ক্লেশ, যাতনা ও অনিষ্টের হস্ত হইতে সুকুমার-মতি, নির্ম্মল-হৃদয় বালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য অনন্ত উৎসাহ সহকারে আপনার ক্ষুদ্র জীবনের যথা সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে, ঈশ্বরকৃপায়, প্রমদাচরণের হৃদয় যৌবন-স্বভাব-সুলভ সর্ব্বপ্রকার চপলতা হইতে মুক্ত হইয়া বিবিধ সদ্ভাব এবং সদুৎসাহে পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। যে প্রমদাচরণ শৈশবে দৈনিক পাঠ অভ্যাসে অপারগ হইয়া গৃহে পিতার গঞ্জনা, ও বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণের তাড়না ভোগ করিতেন; পিতার কঠোর শাসনাধীনে যাহার প্রাণে বিদ্যালাভের প্রতি গুরুতর অরুচি ও অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, তাঁহারই প্রাণে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে বলবতী জ্ঞান-পিপাসার উদ্রেক হইল। একজন বন্ধু বলিয়াছেন যে প্রমদাচরণের প্রাণে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা ছিল।* হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময়েই তাঁহার প্রাণে এই বলবতী পিপাসার সঞ্চার হয়। এই স্কুলে প্রমদাচরণ আপনার সমপাঠীগণ মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং শিক্ষকগণেরও বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন।

প্রমদাচরণ যখন হেয়ার স্কুলে প্রথমশ্রেণীতে পাঠ করেন,

---

* আমাদের এই বন্ধুর কথাগুলি এই—Pramada had an insatiable thirst for knowledge. বলা বাহুল্য যে ইনি প্রমদাচরণের একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং বহুকাল হইতেই তাঁহাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।

তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রমদাচরণের তদানীন্তন ভাব স্বভাব এবং বিদ্যালয়ে তাঁহার আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে এই চিঠিখানি পাইয়াছি,—

"১৮৭৬ ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম, তখন প্রমদাচরণ আমার নিকট ১ বৎসরের অধিক কাল পাঠ করিয়াছিল। সে সময়ে প্রমদাচরণের যে যে গুণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহা এই,— সচরাচর বালকদিগের এই প্রকার ভাব দেখা যায় যে, তাহারা কেবল পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই পড়িয়া থাকে, প্রকৃত জ্ঞানোন্নতির বা চরিত্রের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখে না। প্রমদাচরণের তাহা ছিল না। সে স্কুলের পাঠ্য বিষয় সকলে অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে একজন ছিল; সে বিষয়ে কোন দিন তাঁহার মনোযোগের ত্রুটী দেখি নাই। অথচ চতুর্দ্দিক হইতে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র ছিল। আমি একবার "থিওডোর পার্কারের" অনেক প্রশংসা করিয়া ডিন সাহেবের লিখিত জীবনচরিতের উল্লেখ করি। কয়েক দিনের মধ্যে শুনিলাম, প্রমদাচরণ তাহা ক্রয় করিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছে। পার্কারের জীবন তাহার বিশেষ উপকার করিয়াছিল। আমার হেয়ার স্কুলে অবস্থান কালে যুবকদলের নৈতিক উন্নতির জন্য আমরা একটী সভা স্থাপন করি। প্রমদাচরণ প্রাণ মন ঢালিয়া তাহাতে যোগ দিয়া তাহার বিশেষ উন্নতি করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে

মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, আমি বলিলাম স্কুল হইতে টাকা তুলিতে হইবে, অমনি প্রসন্নচরণ এক সপ্তাহের অন-ধিক কালের মধ্যে ৪০০_শতের অধিক টাকা তুলিয়া ছিল। এইরূপে সকল ভাল কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য উৎসাহ দেখি-তাম। এই সময় হইতেই তাহার চরিত্রের অনেকগুলি মহত্বের লক্ষণ দেখিয়াছিলাম, (১ম) উন্নতি স্পৃহা, (২য়) আত্ম নির্ভর, (৩য়) ন্যায়পরতা (৪র্থ) সাহস, (৫ম) সত্য-বাদিতা (৬ষ্ঠ) দায়িত্ব বোধ ; এবিষয়ে তাহার এমন আশ্চর্য্য গুণ ছিল যে তাহার উপর কোন কার্য্যের ভার দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারা যাইত যে যথা সময়ে সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবেই হইবে। অনেক ভাল ভাল লোকের জীবনেও এই সদ্‌গুণের এরূপ বিকাশ দেখা যায় না। পর জীবনে এই সকল গুণ আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।"

চতুর্থ অধ্যায়।

কালেজে শিক্ষা।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার চারি বৎসর পরে, হেয়ার স্কুল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৭৬ সালে প্রমদাচরণ প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। হেয়ার ও হিন্দু স্কুলে কলিকাতার অধিকাংশ মেধাবী বালকেরা বিদ্যালাভ করিয়া থাকে। পল্লীগ্রাম হইতে আসিয়া এই সকল তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন বালকগণের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করা বড় সহজ কথা নহে। কিন্তু প্রমদাচরণ এই প্রতিযোগীতায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে তিনি আপনার শ্রেণীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একটী বৃত্তি পাইয়াছিলেন। তখন প্রমদাচরণের বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র।

হেয়ার স্কুলে থাকিতেই প্রমদাচরণের প্রাণে ইংলণ্ডে যাইয়া বিদ্যালাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কালেজে ভর্ত্তি হইলে, এই সদাকাঙ্ক্ষা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। প্রমদাচরণ "গিলক্রাইষ্ট" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঐ বৃত্তি লাভে আপনার প্রাণের এই প্রিয়তম বাসনা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিতে হইলে ইংরাজি ভিন্ন আরো তিনটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। প্রমদাচরণের

যতটুকু সংস্কৃত জানা ছিল, তাহাতেই ঘরে পড়িয়া ঐ ভাষায় পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কালেজে সংস্কৃত ভিন্ন গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিবার উপযোগী অপর কোনও ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত না। এই জন্য তিনি অল্প দিন মধ্যেই ঐ কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, লাটিন ভাষা শিক্ষা করিবার উদ্দেশে কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে ভর্ত্তি হইলেন।

১৮৭৮ সালে প্রমদাচরণ সেণ্টজেভিয়ার্স কালেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হইলেন। ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মিষ্টার টনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হন। তাঁহার শাসনাধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ অত্যধিক কঠোরতা সহকারে নিষ্পন্ন হইতে লাগিল; এবং অতি সামান্য কারণে পরীক্ষার্থীদিগের উপর অযথা শাসন আরম্ভ হইল। প্রমদাচরণ দুর্ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার চতুর্থ দিবসে, গণিতের পূর্ব্বাহ্নের পরীক্ষায় আপনার উত্তরের কাগজ দিতে একটুকু বিলম্ব করিয়াছিলেন। এই লঘু দোষে তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় ক্রোধভরে তাঁহার বহু শ্রম-প্রসূত উত্তরের কাগজগুলি খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। প্রমদাচরণ চেষ্টা করিলে হয়ত অপরাহ্নের পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত নম্বর কষ্টে সৃষ্টে রাখিতে পারিতেন। কিন্তু অন্যায় অত্যাচারের প্রতি তাঁহার বাল্যকাল অবধি নিতান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছিল। সাহেব তত্ত্বাবধায়কের এই অন্যায় ব্যবহারে তাঁহার প্রাণে এত লাগিল যে, সে দিন আর কোনও মতেই তিনি পরীক্ষা দানে বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিলেন না।

এই দিবস বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, প্রমদাচরণের মুখে যে গম্ভীরভাব দেখিয়াছিলাম, তাহার স্মৃতি আজ প্রায় দশ বৎসর পরেও আমাদের প্রাণে অতি উজ্জ্বল রহিয়াছে। এইরূপ ভাবে পরাহত হইলে স্বভাবতই কোমলমতি বালক ও যুবকগণের মুখে অসহায় দুঃখের ভাব পরিস্ফুট হয়। কিন্তু প্রমদাচরণের মুখে সে ভাব দেখিলাম না। এই অবিচারে তাঁহার প্রাণে অসহায় দুঃখ অপেক্ষা, ক্রোধের ভাব বেশী হইয়াছিল।

যাহা হউক এই দুর্ঘটনা নিবন্ধন, প্রমদাচরণ এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না।

প্রমদাচরণ এক সঙ্গে এল, এ, এবং গিলক্রাইষ্ট এই উভয় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সেই সময়ে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এল, এ পরীক্ষা গৃহীত হইত। গিলাক্রাইষ্ট পরীক্ষা ইহার দু এক মাস পরে গৃহীত হইয়া থাকে। প্রমদাচরণ এল, এ, পরীক্ষা দিতে গিয়া, এইরূপ অন্যায় রূপে পরাভূত হইয়া অধিকতর উৎসাহ সহকারে "গিলক্রাইষ্ট" পরীক্ষা দিবার জন্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে লাটিন ভাষা শিক্ষা করিবার সুবিধা ছিল; কিন্তু ফরাসী ভাষা প্রমদাচরণকে আপনা আপনি ঘরে পড়িয়া শিখিতে হইল; এবং এই উভয় ভাষাই প্রমদাচরণ এই সময়ে যৎসামান্য রূপে শিক্ষা করেন। যথা সময়ে প্রমদাচরণ গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া উত্তীর্ণ হইলেন বটে, কিন্তু যে আশায় তিনি এরূপ গুরুতর পরিশ্রম সহকারে এই পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় সমূহ

অত্যন্ত করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও প্রমদাচরণ বৃত্তি পাইলেন না।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষার্থীদিগের জন্য তখন দুইটী মাত্র বৃত্তি ছিল। এই বৃত্তিধারী ছাত্রগণকে ইংলণ্ডে যাইয়া বিদ্যালাভ করিতে হয়। যাঁহারা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন, তাঁহারাই বৃত্তি পাইয়া থাকেন। প্রমদাচরণ প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহাতে তাঁহার অপ্রশংসার কথা কিছুই নাই। এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবী এবং পরিশ্রমী বালকেরাই সচরাচর এই পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া প্রমদাচরণ প্রথম বা দ্বিতীয় না হইলেও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবলা মেধার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল।

১৮৭৮ সালে এল, এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া, প্রমদাচরণ সেন্টজেভিয়ার্স কালেজ পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্যাথিড্রেল মিশন কালেজে ভর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার ঐ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার পিতার সঙ্গে মনান্তর ঘটিয়াছিল। তারিণীচরণ সেন মহাশয় পুত্রের স্বাধীনতায় নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া প্রমদাচরণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রমদাচরণ এই সকল গোলযোগ নিবন্ধন ক্যাথিড্রেল মিশন কালেজ হইতেই অকালে, সুখের ছাত্রজীবন সমাপ্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্মজীবনের সূত্রপাত।

"আমার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স, তখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করি। আমাদের বাসায় একটী উপাসনা সভা ছিল, আমি তাহাতেও যোগ দিতাম। প্রথম প্রথম, ব্রাহ্মসমাজকে সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ মনে করিতাম, এবং দাদা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন বলিয়া আমিও যাইতাম। সুতরাং যখন কিছুকাল পরে, বাবার তাড়নায়, আমাদের বাসার উপাসনা সভাটি ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমারও উৎসাহ এবং সহানুভূতি অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া গেল। কিন্তু এ ভাব অধিক দিন রহিল না। এক বৎসরের মধ্যেই পুনর্ব্বার ব্রাহ্মসমাজে উৎসাহের সহিত যাইতে আরম্ভ করিলাম। তবুও যে ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য যাইতাম, তাহা বোধ হয় না। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা সকল প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী বলিয়াই সর্ব্ব প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার অনুরাগ জন্মে।"

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রমদাচরণ তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের আসিবার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া, স্কুলে পড়িয়া, সভ্যতার অনুরোধ রক্ষা করিবার ব্যস্ততার মধ্যে প্রমদাচরণের মন ও

চরিত্রের যে গুরুতর অনিষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। ক্রমে যখন ভ্রাতার মৃদুমধুর শাসন গুণে, প্রমদাচরণের প্রাণের নিদ্রিত সদ্ভাব ও সদ্বৃত্তি সমূহ জাগিতে আরম্ভ করে, তখন হইতেই বলিতে গেলে তাঁহার প্রাণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের বাসার উপাসনা সভায় যোগ দান করিয়া প্রাণের এই স্ফুটন্ত সদ্ভাব আরো ফুটিয়া উঠিল; এবং ক্রমে ঈশ্বর-কৃপায় এই সময়ে আরো কতিপয় ঘটনা মিলিয়া, প্রমদাচরণের প্রাণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আরো গভীরতর অনুরাগ জন্মাইয়া দিল।

কালেজে পড়িবার সময় অবকাশ উপলক্ষে একবার বাড়ী গিয়া প্রমদাচরণ জীবনে এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। চিরদিনই তিনি বড় আমোদপ্রিয় ছিলেন, অপরের কথাবার্ত্তা ও ভাবভঙ্গীর অনুকরণ করিবার প্রমদা-চরণের বিশেষ ক্ষমতা ছিল। অবকাশ উপলক্ষে বাড়ী গিয়া প্রায়শঃই তিনি সমবয়স্কদিগের সহিত মিলিত হইয়া "ছুটির সময়টা নাটকাভিনয় করিয়া, বহুরূপী, সাজিয়া" এবং অন্যপ্রকার আমোদপ্রমোদ করিয়া কাটাইতেন। এইবার ছুটি উপলক্ষে বাড়ী গিয়া, একদিন পাড়া বেড়াইতে গিয়া-ছিলেন। নাটক অভিনয়কারী যুবকের প্রাণ কোন বন্ধুর গৃহে একটী একাদশ বর্ষীয়া বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গেল। এই রূপবতী বালিকার পাণিগ্রহণে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। "তাহার দোষ-গুণের কথা কিছু জানিলেন না। বাল্যবিবাহ যে গর্হিত

তাহা বুঝিলেন না, একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন।" পদ্য, গদ্য, ত্রিপদী, চতুর্দ্দশপদী প্রভৃতি কত ভাবের কত রচনায় আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া, আপনি নায়ক সাজিয়া এই নায়িকা-বালিকার উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিভাবকেরা এই ভালবাসার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করিতে পারিলেন না; এবং নানা পারিবারিক কারণে প্রমদাচরণের এই বালিকাকে বিবাহ করা হইল না।

প্রমদাচরণ নিরাশ হইলেন। কিন্তু এই নৈরাশ্যে তাঁহার মঙ্গল হইল। গুরুজনের অনিচ্ছা জানিয়া এই বিষয়ের প্রতি প্রমদাচরণের চিন্তা ধাবিত হইল, এবং ক্রমে তাঁহার চক্ষু ফুটিল। তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এই বিবাহ না হওয়াতে তাঁহার অতি মঙ্গল হইয়াছে। প্রমদাচরণ "ঈশ্বরকে সরল কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া" প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,. "বাল্যবিবাহে লিপ্ত হইব না, এবং নিজের ও বালিকার নির্দ্দিষ্ট বয়সের কমে বিবাহ করিব না।"

আমরা পরে জানিয়াছি এই নির্দ্দিষ্ট বয়স, আপনার পক্ষে পঞ্চবিংশতি এবং বালিকার পক্ষে ষোড়শ ছিল। ইহার বহু দিন পরে ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রমদাচরণ আমাদিগকে এক খানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"আরও তিন বৎসর পরে আমি (যদি বিবাহ করি) বিবাহের চেষ্টা করিব; কারণ ২৫ বৎসরের কমে বিবাহ আমার অনুমোদিত নহে।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই তিন বৎসর কাটাইবার পূর্ব্বেই প্রমদাচরণ চরম-রোগশয্যায় শয়ন করিলেন।

যাহাহউক এই বিবাহে নিরাশ হইবার পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রমদাচরণের সম্পর্ক ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল।

ইহার কিছুকাল পরে প্রমদাচরণ উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। বৈদ্যদের পক্ষে উপবীত ধারণ করা না করা তেমন একটা গুরুতর ব্যাপার না হইলেও, প্রমদাচরণের পিতা, পুত্রের উপবীত ত্যাগে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ সেন মহাশয় আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে প্রমদাচরণের উপবীত ত্যাগের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যে তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ-তর হইতেছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, এবং ক্রমে এই হইতে যে প্রাচীন হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রমদাচরণের সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহাও সুস্পষ্টরূপে দেখি-লেন—দেখিলেন বলিয়াই অঙ্কুরে এই গুরুতর অমঙ্গলের বীজ বিনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সর্ব্ব প্রথমে তিনি বিবাহ শৃঙ্খলের দ্বারা প্রমদাচরণকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মমত লইয়া কোনও গোলযোগ বাঁধিলে, এদেশের প্রাচীনেরা সচরাচর এই উপায়ই অবল-ম্বন করিয়া থাকেন, এবং এই ফাঁদে পড়িয়া অনেক আশাময় জীবন অকালে সংসারতাপে শুষ্ক ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। প্রমদাচরণ সৌভাগ্য ক্রমে এ ফাঁদে পড়িলেন না। "অনেক চিঠিপত্র কাটাকাটির পর বিবাহের কথা একরূপ থামিয়া গেল।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল চিঠিপত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। নতুবা প্রমদাচরণের চিঠিপত্র গুলি সচরাচর যেরূপ একাগ্রতা সহকারে লিখিত, তাহাতে বোধ

হয় নিশ্চয়ই এই সকলের মধ্যে তাঁহার অভ্যন্তরীণ জীবনের অনেক সুখপাঠ্য বর্ণনা পাওয়া যাইত।

যাহা হউক এই বিষয়ে পুত্রের দৃঢ়তা নিবন্ধন বিফল-কাম হইয়া, তারিণীচরণ সেন মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি উপবীতের ব্যাপার অবলম্বনে সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রমদাচরণ আপনার বিবেকের ও সেইই বিবেকপতি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, পিতার সর্ব্ব প্রকার তাড়না ও ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে অটল রহিলেন। বৃদ্ধ সেন মহাশয় অগত্যা অবাধ্য পুত্রকে গৃহ তাড়িত করিয়া ছিলেন।

প্রমদাচরণের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালেজে ভর্ত্তি হইবার কিছুকাল পরেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তারিণীচরণ সেন মহাশয় পুত্রের খরচ বন্ধ করিয়া দিলেন; এবং কি জানি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কনিষ্ঠের ব্যয়ভার বহনে উদ্যত হন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে পর্য্যন্ত অবাধ্য ভ্রাতাকে কোনও প্রকার সহায়তা করিতে বারণ করিলেন। তিনি প্রকাশ্যে পিতৃ-আজ্ঞার অবমাননা করিলেন না বটে, কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত পিতার অজ্ঞাতসারে প্রমদাচরণের সমুদায় ব্যয় ভার বহন করিয়াছিলেন।

প্রমদাচরণ যখন গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা দিবার আশায় প্রেসিডেন্সী কালেজ পরিত্যাগ করিয়া সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে গমন করেন, তৎপূর্ব্বেই বোধ হয় তাঁহার পিতার সঙ্গে ধর্ম্মমত লইয়া মনান্তর উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে এই সময়ের কোনও বিশেষ উল্লেখ না থাকাতে, আমরা ঠিক সময়টা নির্দ্ধারণ করিতে পারি-

লাম না। যাহা হউক ইহা স্থিরনিশ্চিত যে, প্রমদাচরণ অষ্টাদশ বৎসর পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হন। যে দেশে শত সহস্র পরিণত বয়স্ক সুশিক্ষিত ব্যক্তি প্রতিনিয়ত অসঙ্কোচিতভাবে সকারণে এবং অকারণে আপনাদিগের বিবেককে পদদলিত করিয়া থাকে; জ্ঞানহীন, চরিত্রহীন, অসাড় সমাজের ভ্রূকুটী ভয়ে কম্পিত কলেবর হইয়া সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে; যে জাতির মধ্যে আজি কালিও সৎসাহসের মহৎ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, দুএকটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, সে দেশে এবং সে সমাজে সপ্তদশ বর্ষীয় বালকের এই সৎসাহস যে একটি মহৎ কার্য্য একথা কে না স্বীকার করিবে?

তারিণীচরণ সেন মহাশয় যদিও ক্রোধভরে অবাধ্য পুত্রকে যৎপরোনাস্তি কঠোর শাস্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তথাপি প্রমদাচরণ ভ্রাতার স্নেহ এবং সাহায্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হইলেন না। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় যশোহরে ওকালতি করিতেন। তখন তাঁহার বিলক্ষণ উপায়ও ছিল, এবং তিনি মাসে মাসে অকুণ্ঠিত ভাবে প্রমদাচরণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিতে লাগিলেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কালেজে শিক্ষা করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। গাড়ীভাড়া ও বেতন হিসাবে কালেজের ছাত্রদিগকে মাস মাস নয় টাকা করিয়া দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত কলিকাতায় থাকার খরচও অল্প নহে। অম্বিকা বাবু অম্লান বদনে ভ্রাতার

এই সমুদায় ব্যয় সংকুলান করিতেন। তাঁহার পিতা এবিষয়ে কিন্তু বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

শৈশবাবধিই প্রমদাচরণ বড় একরোখা ছিলেন। যখন যাহা ভাল বুঝিতেন তাহা সাধন করিতে তিনি কি শৈশবে, কি যৌবনে, প্রায় কখনই কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। শিশুকালে একবার পিতার অন্যায় দণ্ডবিধানে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার আদেশ অনুযায়ী নাকে খত দিতে গিয়া আপনার কোমল নাসিকাকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফলতঃ অপরের অন্যায় অত্যাচারের সম্যক প্রতিবিধান করা সাধ্যায়ত্ত নহে দেখিলে, সেই ক্রোধভরে আপনার শরীরকে ক্লেশ দেওয়া তাঁহার প্রকৃতির একটা অতি প্রধান রোগ ছিল। এই সময়েও পিতার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া প্রমদাচরণ আপনার উপর সেই দুঃখ ঝাড়িলেন। পিতার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতৃ-দত্ত সহায়তা গ্রহণে অল্প দিন মধ্যেই অনিচ্ছুক হইলেন; এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই অতি অল্প বয়সে, সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদাচরণের ভ্রাতা তাঁহার প্রতি চিরকাল বিশেষ স্নেহ মমতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ভ্রাতার সদ্ব্যবহারে প্রমদাচরণও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন এবং আপনার দৈনন্দিন লিপি ও চিঠি পত্রাদিতে প্রায় সর্ব্বদা ভ্রাতার উল্লেখ করিতে হইলে "আমার সদয় দাদা" ভিন্ন অন্য কোনও রূপ ভাষা ব্যবহার করেন নাই। এ অবস্থায় এমন সদয় ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ অস্বীকার করিয়া, অকালে বিদ্যালয়

পরিত্যাগ করা, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আপনার ভবিষ্য উন্নতির পথ দুরূহ করিয়া তোলা, কোন মতেই বুদ্ধিমানের কার্য্য হয় নাই। কিন্তু এই দোষ প্রমদাচরণের প্রকৃতির অস্থি মজ্জার সঙ্গে গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। সহস্র ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও, তৎপ্রতি কিছু মাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া যখন যাহা খেয়াল হইত, তাহা কার্য্যে পরিণত করা, প্রমদাচরণের প্রকৃতির একটী অতি প্রধান অভ্যাস ছিল। এই প্রকৃতিগত অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি তাঁহার "সদয় দাদার" সাহায্য আর গ্রহণ করিবেন না এরূপ সংকল্প করিলেন। নতুবা এরূপ করিবার অন্য কোনও গুরুতর কারণ ঘটে নাই। প্রমদাচরণ নিজেই এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"ইহার (অর্থাৎ উপবীতের গোলযোগে পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইবার) অনেক দিন পর পর্য্যন্তও আমার সদয় দাদা আমাকে খরচ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুবর্ত্তী না হইয়াও, তাঁহাদের উপর নির্ভর করা, আমার মনে অধিক দিন ভাল লাগিল না।"

এইরূপে "কতক মতামতের সংঘর্ষণে, কতক বিপদে বল পাইবার জন্য" প্রমদাচরণ ক্রমে ব্রাহ্ম সমাজে "ঢুকিয়া গেলেন।" কিন্তু সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াও সকল যুবকের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজকে আপনার সমাজ ভাবিয়া, তাহার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা সহজ ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তখনও সৃষ্টি হই নাই, এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, বলিতে গেলে, কেশব বাবু এবং তাঁহার নিকটতর শিষ্য ও বন্ধুগণেরই সমাজ ছিল। ব্রাহ্ম সাধারণে তাহাকে ঠিক

আপনাদের বস্তু বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। সকল সভ্যের সেখানে কার্য্যতঃ সমান অধিকার ছিল না। কার্য্যক্ষম ও সহুৎসাহী হইলেও, প্রচারক মহাশয়গণের শুভ-দৃষ্টিতে না পড়িতে পারিলে, তথায় কাহারও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে প্রাণ মন ঢালিয়া দেওয়া সাধ্যায়ত্ত ছিল না। প্রমদাচরণ হিন্দুসমাজচ্যুত ও পিতৃগৃহতাড়িত হইয়াও, কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত রূপে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইতেন, গৃহেও ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার সত্য গুলিকে অনুরাগ সহকারে পোষণ করিতেন, তথাপি ব্রাহ্মসমাজকে ঠিক আপনার বস্তু বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না। কিন্তু ভ্রাতার সাহায্য গ্রহণ হইতে বিরত হইবার কিছুকাল পূর্ব্বে কুচবিহারের আন্দোলনে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন হইতে ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণ রূপে প্রমদাচরণের "নিজের বস্তু হইয়া পড়িল;" এবং সেই সময় হইতে আপনার ক্ষুদ্র জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রমদাচরণ ব্রাহ্মসমাজের একজন অতি উৎসাহী ও কর্ম্মশীল সভ্য ছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আত্ম-সমর্থন।

প্রমদাচরণ আপনার বিবেকের অনুরোধে পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে তাড়িত হইবার সময়, পিতা-পুত্রে কিরূপ পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিলেন; সেই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে প্রমদাচরণ কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, এবং কি রূপেই বা সেই সকল যাতনা ও কঠোর শাসনের মধ্যে আপনাকে অবিচলিত রাখিয়াছিলেন;—দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা তাহার বিশেষ কোনও ধারাবাহিক বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। প্রমদাচরণ আপনার দৈনন্দিন লিপিতে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন; আপনার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভ্রম ক্রটীর পর্য্যন্ত বিশেষ উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই; কিন্তু ধর্ম্মমত লইয়া আপনার পরিবারবর্গের সঙ্গে মনান্তর উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কিরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, এবং কিরূপ ভাবেই বা তিনি সেই সকল কষ্ট-যাতনা সহ্য করিয়াও আপনার বিবেকের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, বলিতে গেলে, তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে, এই সকল বিষয়ের কোনও উল্লেখই নাই। প্রমদাচরণ আপনার প্রশংসা বা গুণের কথা গুলি এই পুস্তকে অতি সাবহিত ভাবে গোপন করিয়া গিয়াছেন! ইহা তাঁহার প্রকৃতিরই একটী ধর্ম্ম ছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক এই সকল

ঘটনা লিপিবদ্ধ না থাকাতে, তাঁহার জীবনচরিত্রের একটী অতি সুখ-পাঠ্য ও মূল্যবান অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিবার কিছুকাল পরে, তাঁহার একটী কনিষ্ঠ বৈমাত্র ভ্রাতা * প্রমদাচরণের ধর্ম্ম মতাদির উল্লেখ করিয়া, তাঁহার পিতা মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহারাদির সমালোচনা সহ, কয়েকখানি পত্র তাঁহার জ্যেষ্ঠ-তাত ভ্রাতাকে লিখিয়াছিল। এই পত্রগুলি প্রমদাচরণ দেখিতে পাইয়া তদুত্তরে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁহার ভ্রাতার পত্র তাহার নামে লেখা হইলেও, বস্তুত তাহাতে যে সকল কথার উল্লেখ ছিল, তাহা তাহার নিজের ছিল না। তাহার গুরুজনেরা এই বালকের নামীয় এই পত্রে আপনাদিগের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, প্রমদাচরণের এই ধারণা হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি তদুত্তরে আপনার পক্ষ সমর্থন করিয়া এই দীর্ঘ পত্র লিপিবদ্ধ করেন। এই জন্যই এই পত্রখানিতে, এই সময়কার অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মমতাদি অতি পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত রহিয়াছে। এই কালের মানসিক ইতিহাসের উৎকৃষ্টতর কোনও চিত্রের অভাবে আমরা এই পত্র খানিই এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

---

* অনবধানতা বশতঃ যথা স্থানে বলা হয় নাই যে, প্রমদাচরণের পিতার দুই সংসার। দ্বিতীয় পরিণয়ে তাঁহার একটী পুত্র এবং তিনটী কন্যা জাত হয়। ইহারা সকলেই অতি অল্প বয়স্ক, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ বালকটীর বয়ক্রম অনুমান ত্রয়োদশ বৎসর হইবে।

"প্রিয় কটিক,—

"এযাবত তোমাকে কোন পত্রাদি লিখি নাই, লিখিবার প্রয়োজনও হয় নাই, সম্প্রতি কতকগুলি কারণে এই চিঠিখানি লেখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কারণগুলি গুরুতর হইলেও এত দিন তোমাকে জানান নিষ্প্রয়োজন বোধ হইয়াছিল।

"তুমি ক্রমান্বয়ে ছোট দাদা ও উমেশ দাদার নিকট যে দুই পত্র লিখিয়াছ, তাহার বিষয় আমি অবগত আছি। প্রথম পত্রে তুমি যে সকল উপদেশ দিয়াছ, তাহা বিবেচনার স্থল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় পত্রে তুমি যে কি লিখিয়াছ, তাহা বুঝা গেল না। তুমি লিখিয়াছ, তোমার উপদেশ পূর্ণ প্রথম পত্রখানি লইয়া ছোট দাদারা উপহাস করিয়াছেন। কেন করিবেন না? যাঁহারা এই তোমার জবানী করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা কি একথা বুঝিতে পারেন নাই, যে অল্পবয়স্ক বালকের মুখে বৃদ্ধের উপযুক্ত কথা দিয়া সাজান, হাসির কথাই বটে?—যদি তোমার মুখ হইতে, তোমার জবানী, কেবল এইকটি কথা বাহির হইত 'আপনারা কেন বাবাকে দুঃখিত করেন; বাবার দুঃখ দেখ্‌লে আমার কান্না পায়,'—তাহা হইলেই তোমার দীর্ঘ উপদেশপূর্ণ, অস্বাভাবিক পত্রের সম্পূর্ণ কাজও হইত, অথচ, এত দোষের হইত না। তোমার পত্রের উপদেশের জন্য হাসা হয় নাই; আমাদের সে অভ্যাস নাই। ধর্ম্ম-জগতে ছোট বড় নাই,—উপদেশ সমুদায় স্থান হইতেই গ্রহণীয়;—তাহার জন্য হাসা হয় নাই। তবে যে সকল কথা একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি

বলিলেই সঙ্গত হইত,—"ইহকাল, পরকাল" "ঐহিক, পারমার্থিক," প্রভৃতি কথা, বালকের জবানী লেখা দেখিলে কে না হাসিয়া থাকিতে পারে। এইরূপ চিঠি ভুবনের পিতা ভুবনের নিকট লেখেন, কই, তাহাতে ত কেউ হাসে না,—বরং দুঃখ হয়, ভুবন কাঁদে। আর তোমার চিঠি পড়িয়া হাসে কেন? উপদেশের জন্য নয়, কিন্তু বালকের মুখে বড় বড় কথা, এইটী হাস্যাস্পদ। তুমি যদি তোমার জ্যাঠা মহাশয়কে গিয়া বল "আপনার জীবন অবসান হল, পরিত্রাণের চেষ্টা করুন,"—ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মকর্ম্ম করুন,"—তাহা হইলে যেমন হাসি পায়, তেমনি রাগ হয়। তোমার পত্র লইয়াও এইরূপে হাসা হইয়াছে।

"(২) তোমার দ্বিতীয় পত্রে তুমি লিখিয়াছ, আমি বাবাকে কোন পত্র লিখি না কেন। এ বিষয়ে উত্তর করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। বাবার সহিত যখন আমার শেষ দেখা হয়, তখন তিনি আমার প্রণাম গ্রহণ করেন নাই, আমাকে 'দূর হও, দূর হও' বলিয়া গালাগালি দিলেন এবং যদিও আমি বলিলাম, "আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সেই জন্য দেখা করিতে আসিয়াছি,"—বাবা উত্তর করিলেন "কে তোমাকে দেখিতে চায়? আমি তোমাকে দেখ্‌তেও চাই না, তোমার কোন খবরও রাখ্‌তে চাই না।"—এই কথা বলিয়া বাবা চলিয়া গেলেন। সেই অবধি বাবা আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আমি বুঝিলাম, বাবা আমার কোনও খবর রাখিতে চান না, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া বিরক্ত করা

আমার উচিত নয়। সুতরাং আমি কোন পত্র লিখি না।

"(৩) তবে তুমি একথা বলিতে পার যে, আমি কোন্ বিষয়ে বাবার ইচ্ছার অনুযায়ী কাজ করিয়াছি যে কেবল এক বিষয়ে অর্থাৎ চিঠি লেখার বিষয়ে বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহসী নই। এই প্রশ্নের উত্তর করিলে অনেক কথা বলিতে হয়। তুমি বালক, সকল কথা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া কিছু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। ঔচিত্য এবং অনৌচিত্য বিষয়ে কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার যাহা মত, তাহা তোমাকে যত সংক্ষেপে হয় জানাইতেছি।"

"(৪) কি উচিত, কি অনুচিত,—এ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হইতে পারে না। এক স্থানে, এক অবস্থায় যাহা উচিত,—অপর স্থানে অপর অবস্থায় আবার তাহাই অনুচিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দেশ কাল পাত্র ভেদে ঔচিত্যানৌচিত্যের প্রভেদ হইয়া পড়ে। আমাদিগের বৃদ্ধ প্রপিতামহের সময় যে কার্য্য উচিত ছিল, আজ আর তাহা কেহ উচিত মনে করেন না। আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, শুধু গায়ে, গামছা কোমরে বাঁধিয়া, বাজারে যাইতে পারিতেন, স্ত্রীশিক্ষা দিতেন না, পারসী শিক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন,—কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া ইহাই উচিত মনে করি যে শুধু পায়ে, শুধু গায়ে সকলের সাক্ষাতে যাওয়া উচিত নয়,—স্ত্রীলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত, এবং পারসিক ভাষা না পড়িলেও কিছুমাত্র ক্ষতি

নাই। এইরূপে কালের স্রোতে ধর্ম্মমত, নৈতিক মত, লৌকিক আচার ব্যবহার বিষয়ক মত, সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, এবং আরও পরিবর্ত্তিত হইবে। এমন অবস্থায় কোন্ কাজ উচিত মনে করিব। আমার বোধ হয় এই সকল গোলোযোগের মধ্যে ধর্ম্মমতকেই প্রধান মনে করিয়া, তাহার অনুযায়ী এবং তাহার অবিরোধী কার্য্য-গুলিতে উচিত মনে করা উচিত। যে কার্য্য ধর্ম্মমতের বিরোধী, বা তদনুযায়ী নহে, তাহাই অনুচিত। এই সাধারণ মত অবলম্বন করিয়া আমরা সমস্ত কার্য্য করি। বাবা ইচ্ছা করেন না যে তিনি আমার কোন খবর রাখেন, সুতরাং তাঁহাকে চিঠি লিখি না,—আর এইরূপ চিঠি না লিখিলে ধর্ম্মমতের কোনরূপ বিরুদ্ধাচারী কাজ হয় না।—এই ত গেল চিঠি না লেখার কথা। তাহার পর ধর্ম্মমতের কথা তুমি এখন এই কথা বলিতে পার, আপনাদের ধর্ম্মমত কি বাবার মনে কষ্ট দেওয়া, বাবার ক্লেশ উৎপাদন করা। আমি বলি কখনই নয়। ফটিক তুমি বালক, সকল কথা তোমাকে বলার নয়; তুমি কি জান যে অনেক সময় বাবার মনে কষ্ট দি বলিয়া আমরা পুড়িয়া মরি?—তুমি কি বুঝিতে পার যে অনেক সময় এই কঠিন হৃদয় আলিয়া গিয়া, চক্ষের জল বাহির হয়? তুমি কি জান, যে এক এক সময় জগদীশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে বাবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি, এবং আমি থাকিয়াও যে বাবার কোন কাজ হইতেছে না, বাবা বৃদ্ধ বয়সে, শেষ দশায় একেবারে একরূপ পুত্রশোক পাইতে-ছেন, তজ্জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি

বাবার মতে থাকি সুখ ভোগ করব ?—এত কথা তোমাকে কেন বলিলাম ? বলিবার তাৎপর্য্য এই, তোমরা না কি মনে কর যে আমরা কতকগুলি স্নেহদয়াবিহীন কঠিন স্বভাব মনুষ্য বেশধারী রাক্ষস, আমরা কুলাঙ্গার, তাই তোমাকে বলিলাম। যদি এইরূপ হইলেই ধর্ম্ম হয়, যে বাবা ভাল মন্দ যাহাই বলুন, সমস্ত করিতে হইবে, তাহা হইলে কি দুঃখ থাকিত ? জগদীশ্বর প্রত্যেককে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার, তিনি তাহার নিকট চান। আমি যদি বুদ্ধিতে ও জ্ঞানেতে বাবার ধর্ম্মমতকে ভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও তাহাতে থাকি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের চক্ষে অপরাধী হইব, সন্দেহ নাই। সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সত্য রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মই যদি একমাত্র সত্যধর্ম্ম হইবে, তাহা হইলে যাহারা মুসলমান, যাহারা বৌদ্ধ যাহারা খৃষ্টান, তাহাদের কি পরিত্রাণ হইবে না ? পৃথিবীতে হিন্দু কয়জন ? ভারতবর্ষের গুটীকতক লোক হিন্দু, কেবল তাহারাই যদি পরিত্রাণ পায়, এবং অন্যান্য কোটী কোটী লোক যদি নরকে পুড়িয়া মরে, তাহা হইলে সকলের সাধারণ সৃষ্টিকর্ত্তাকে পরম মঙ্গলময়, পরম করুণাময়, এই নাম না দিলেও চলে। ইহা হইতে বরং এই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত যে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, ইহাদের আচার ব্যবহারে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলেও, ইহারা সকলেই এক এক ভাবে ঈশ্বরের কার্য্য করিতেছেন। সকল ধর্ম্মের মধ্যেই উৎকৃষ্ট দ্রব্য আছে।

(৫) আমরা নিরাকার, অনাদি, অনন্ত, চিন্ময়, পরম-

পুরুষ জগদীশ্বরের পূজা করি, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকে পরম পদার্থ জ্ঞান করিয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকি। তুমি আবার বলিবে, পিতা মাতাকে কাঁদান কি ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য ?—ইহার উত্তর খুব সংক্ষেপে দিব।—নিরাকার ঈশ্ব-রের উপাসনা করা বাবার অনভিপ্রেত নহে। তবে সামা-জিক ও লৌকিক আচার ব্যবহার ভগ্ন করা না হয়, ইহাই বাবার ইচ্ছা, এবং এই আচার ব্যবহার ভগ্ন করা হইয়াছে বলিয়াই বাবা দুঃখিত।—ধর্ম্ম কি ?—ধর্ম্ম কি তিন দিনের বস্তু ? যে সময় শিব পূজা করিতে বসিলাম, সেই ধর্ম্ম করি-বার সময়,—যে কয়দিন দুর্গাপূজার ধূমধাম থাকিল, সেই কয় দিন ধর্ম্ম, আর ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে হইবে না, ইহা আমরা মনে করি না। আমরা মনে করি, ধর্ম্ম চিরদিনের সহায়। "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্ম নিধনেপ্যনুযাতি যঃ"—এই বাক্যটী বড় যথার্থ। যাহা কিছু সৎ, যাহা কিছু উপকারী,—যাহা কিছু কল্যাণকর, সমস্তই ধর্ম্ম। সংক্ষেপে, যাহা কিছু কর্ত্তব্য তাহাই ধর্ম্ম। পরিবার প্রতিপালন এবং তজ্জন্য অর্থোপা-র্জ্জন উভয়েই ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যখন যে অবস্থায় থাকি, সৎভাবে সেই অবস্থানুযায়ী কাজ করার নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলি। আর যে ধর্ম্ম কেবল তিন ঘণ্টার অথবা তিন দিনের অবলম্বন,—আমাদের চক্ষে তাহা ধর্ম্মই নহে। ধর্ম্মকে সামাজিক ও লৌকিক আচার ব্যবহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে চলে না। এই ত আমাদের ধর্ম্মের মত। সামাজিক আচার ব্যবহারের মধ্যে যাহা আমাদিগের চক্ষে দোষের বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অধর্ম্ম, অকর্ত্তব্য বলিয়া

আমরা পরিহার করি। এই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বোধ সম্বন্ধে, কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা হইতে পারে না। সংক্ষেপে এই, বাল্য বিবাহকে আমরা দোষের মনে করি, কারণ ইহাতে দুর্ভাগা বালকের পড়া শুনার দফা রফা হয়, অকালে চিন্তার ভার মাথায় পড়ে, এবং বংশ পরম্পরায় শারীরিক অবনতি হইতে থাকে। একথা কে অস্বীকার করিবে? শারীরিক দুর্ব্বলতা ত চক্ষুর সমক্ষেই দেখা যাইতেছে। প্রপিতামহদিগের এত বল ছিল, এত শক্তি ছিল, একথা অনেকের মুখে শুনা যায়, কিন্তু আমাদের শারীরিক সামর্থ্য কোথায়? আমাদিগের সবলকায় পূর্ব্বপুরুষদিগের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত দিন দিন শারীরিক অবনতি হইতেছে, বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাকিলে আরও কত হইবে, ঈশ্বরই জানেন। এই কারণে বাল্য-বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া মনে করি। তার তুমি যদি একথা বল, হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে বাল্য বিবাহ আছে, তবুও তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা বলবান কেন? ইহার উত্তরে এই বক্তব্য যে হিন্দুস্থানীরা তুলনায় আমাদিগের অপেক্ষা বলবান, তাহার কারণ তাহাদের জল বায়ু এবং খাদ্য, কিন্তু এই বাল্য বিবাহ প্রভাবে তাহাদিগেরও অবনতি হইতেছে। তিন পুরুষ আগের পাঞ্জাবী এবং আজ কালের পাঞ্জাবী এই দুই জনের শারীরিক সামর্থ্যে অনেক প্রভেদ। যাহারা পঞ্জাব বেড়াইয়াছেন তাঁহারা বলেন, এই শরীরগত প্রভেদ দিন দিন আরও বাড়িতেছে। তবে বাল্য বিবাহের কোন গুণে তাহাকে প্রশংসা করিব? তাহার পর মানসিক অবনতির কথা কি বলিব? একজন ইংরাজ বালক যে মানসিক পরি-

শ্রম করিতে পারে, এবং সেই পরিশ্রম একক্রমে যতক্ষণ পর্য্যন্ত করিতে পারে, বাঙ্গালী বালক কি তাহা পারে? কাহারও নাম করা ভাল নয়, নতুবা বাড়ীর কাছ হইতে নাম করিয়া বাল্য বিবাহের ফল দুটী একটী দেখাইয়া দিতাম। যাহা হউক, এই জন্যই বাল্য বিবাহকে মহাপাপ মনে করি। তাহার পর দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করা যায় না প্রভৃতি অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। উপবীত সম্বন্ধে আমার মত এই, ইহাতেও অনেক অপকার হইতেছে। অন্যান্য অপকারের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই একটি প্রধান অপকার এই যে ইহাতে কপটতা শিক্ষা হয়। কত লোক পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উপবীত ধারণ করে, কিন্তু কয়জন উপবীত ধারীর ন্যায়, ধর্ম্ম কর্ম্ম করে? দাদা উপবীত নিয়াছেন, কিন্তু উপবীতের কোন্ কাজটা করেন? আমাদের বয়সের অনেক বামনের ছেলে পৈতে ঝুলাইয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে কয়জন সন্ধ্যা আহ্নিক করে, এবং অখাদ্য আহারে বিরত? জিজ্ঞাসা করি, এসকল কি কপটতা নহে? ছোটদাদার যখন উপবীত দেওয়া হয়, তখন কি বাবা জানিতেন না যে, ছোটদাদাকে ভয় দেখাইয়া পৈতে দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি তিন দিনেই পৈতে ফেলিয়া দিবেন। তবে কেন মিছামিছি জানিয়া শুনিয়া, পাপের বোঝা মাথায় করিলেন? তবে একথা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, দাদা বা ছোটদাদা বা অন্য কেহ কেন উপবীতের পবিত্রতায় বিশ্বাস করেন না? এসকল বিশ্বাসের কথা। একজন যাহা বিশ্বাস করে, অপরে তাহা বিশ্বাস করে না। পৈত্রিক

ধর্ম্মের অনুগত থাকিতেই হইবে একথা আমরা বিশ্বাস করি না। বাবা কি একথা বিশ্বাস করেন? আমার বোধ হয় না। আমাদের প্রপিতামহের যে ধর্ম্ম ছিল, বাবার কি সেই ধর্ম্ম? পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্গাপূজা ৪ দিনেই হইয়া যাইত,—বাবার দুর্গাপূজা ১৫ দিনের ন্যূনে হয়না। পূর্ব্বপুরুষেরা উপবীত ধারনের কল্পনাও করেন নাই, বাবা উপবীত বিদ্বেষী-দিগের ঘোর শত্রু।—যিনি যাহাই বলুন, এইরূপে ধর্ম্মমত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। তবে তুমি হয়ত বলিবে, বাবা প্রকৃত শাস্ত্র মানেন। আমরা কি মানিনা?—সত্যই আমাদের শাস্ত্র,—যেখানে আমরা সত্য পাই, সেই খান হইতেই আমরা গ্রহণ করি। কোন পুস্তক সম্পূর্ণ সত্য, এবং অভ্রান্ত, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। যদি হিন্দু শাস্ত্র সমুদায়ই সত্য হইবে, তাহা হইলে, একথা লেখা থাকিবে কেন যে "সমুদায় স্মৃতির মধ্যে বিবাদ হইলে, মনুই প্রমাণ, এবং স্মৃতি ও শ্রুতির মধ্যে বিবাদ হইলে, শ্রুতিই প্রমাণ?" যে সকল পুস্তক অভ্রান্ত, তাহার মধ্যে মতভেদ হইবে কেন?—আর কোন্ হিন্দুশাস্ত্রই বা মানি? একশাস্ত্র বলি-তেছে, বিধবা বিবাহ উচিত, আর এক শাস্ত্র বলিতেছে উচিত নয়; এক শাস্ত্র বলিতেছে নিরাকারের উপাসনা ভিন্ন পরিত্রাণ নাই "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়", আর এক শাস্ত্র বলিতেছে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পয়েৎ"—পুত্তল পূজা সোপান স্বরূপ, তাহাই দিয়া যাইতে হইবে; এক শাস্ত্রে বলিতেছে "অহিংসা পরমোধর্ম্ম",—আর একশাস্ত্রে ধর্ম্মের জন্য অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি যজ্ঞে, অশ্ব, গো, বধ

করিতে বলিতেছে; এক শাস্ত্রে মদ্য পানকে মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—আর একশাস্ত্রে ধর্ম্মের জন্য মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; একশাস্ত্রে স্ত্রীপুত্র পরিবার মায়া মনে করিয়া, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী ঋষি হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে; অপর শাস্ত্রে সংসারাশ্রমে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনকে পরমধর্ম্ম বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কত স্থানে কত, অসম্বদ্ধ, বিসম্বাদী কথা বলা হইয়াছে তাহার সীমা কি? যে সময় মুনিঋষিগণ অন্তর শুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি, ভূত শুদ্ধি, প্রাণায়ামের সম্বন্ধে গভীর উপদেশ দিয়াছেন,—সেই সময়ের উত্তম শাস্ত্র আর এখনকার রঘুনন্দন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রের কত প্রভেদ? এখন আর অন্তরের প্রতি দৃষ্টি নাই, কেবল বাহ্যাড়ম্বর। এখনকার পূজা কেবল শরীরের ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এধর্ম্ম, এশাস্ত্র আমি মানি না।—যে শাস্ত্রে লোকের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীনমত, ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞান, প্রভৃতির বিকাশ হইতে দেয় না,—আমার সে শাস্ত্রে প্রয়োজন নাই। বুঝি না, কেন করি তাহা জানি না, অথচ করিতে হইবে, কেন না শাস্ত্রে আছে, এ মত বড় ভয়ানক মত। মানুষ যদি এই মতানুসারে চলে, তাহা হইলে তাহাতে এবং সামান্য কলে কিছু প্রভেদ থাকে না। জানিয়া, দেখিয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া যদি কাজ করা না যায়, তবে বাঁচিবার সুখ কি? শাস্ত্রকারেরা বড় লোক ছিলেন, একথা যথার্থ; কিন্তু আমার বোধ হয় তাঁহাদের অনেক ব্যবস্থা তাঁহাদিগের কালেরই উপযোগী; আমাদের জন্য নহে। সুতরাং তাঁহারা বড়লোক, সব দেখিয়া

শুনিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সকল কথা বুঝি না—একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। সমুদায় বিষয়েরই সত্যানুসন্ধান করিব,—যাহা সত্য বোধ হইবে তাহা রাখিব,—যাহা অসত্যবোধ হইবে তাহা ছাড়িয়া দিব।—এই আমাদিগের মত।—বড়লোক সকল দেশেই আছে; আর্য্যভট্ট পৃথিবী চলিতেছে স্থির করিয়াছিলেন,—গালিলিও পৃথিবী চলিতেছে ঠিক করিয়াছিলেন;—উভয়েই বড়লোক কিন্তু একজন হিন্দু, একজন খৃষ্টান। বৈদ্যশাস্ত্রকার ধন্বন্তরী মানুষের শরীরে রক্ত চলিয়া বেড়াইতেছে স্থির করিয়াছেন,—ইংলণ্ডে হার্বি সাহেবও এই বিষয় স্বতন্ত্রভাবে স্থির করিয়াছেন, কাহার মতে যাইব, একজন হিন্দু, একজন খৃষ্টান? নিউটন খৃষ্টান,—লাপ্লাস নাস্তিক,—মহম্মদ মুসলমান,—বুদ্ধ, চৈতন্য, সকলেই, এক এক জন এক এক মতাবলম্বী। সকলেই বড়লোক, কাহার মতে যাইব?—এখন বল দেখি, বড়লোক বলিয়া গিয়াছেন, বলিয়া না বুঝিয়া সুঝিয়া সেইমতে যাওয়া কি উচিত?—পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং ইহাকে শেষ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মমতে আনা গায়ের জোরে হয় না,—বুঝাইয়া, দেখাইয়া, চক্ষু ফুটাইয়া, তবে আপনার মতে আনিতে হয়, কেন না এসকল সরল বিশ্বাসের কথা। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল। নতুবা খরচ বন্ধ করিয়া, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া, দেখা হইলে কটু কথা বলিয়া, কখনই ফল লাভ হইতে পারে না। একটা অভ্রান্ত শাস্ত্র যদি পাই, তাহা হইলে ত বাঁচিয়া যাই; তাহা হইলে আর সত্যপথ খুঁজিতে খুঁজিতে ভাবিয়া চিন্তিয়া এত মাথা ঘুরাইতে হয় না। হিন্দু-

সমাজে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। কারণ সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দেয়, কিন্তু অনেকেই শাস্ত্র বুঝেনা। আমাদের কোন্ শাস্ত্র অভ্রান্ত ? মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতি ? না ঋগ্বেদাদি বেদ,—না পদ্ম, স্কন্দ, গরুড়, মার্কণ্ড, প্রভৃতি পুরাণ,—না ছান্দগ্য, কঠ, প্রভৃতি উপনিষৎ ? কোন পুস্তকখানি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ?—যাহা হউক, এ বিষয়ে অনেক বলিবার রহিল। সময়ান্তরে বলিব। আর অধিক কি লিখিব। আমি শারীরিক ভাল আছি। তোমাদের সকলের কুশল সম্বাদ লিখিয়া সুখী করিও। মাতাঠাকুরাণী ও খুড়ীমাতা ঠাকুরাণীকে আমার সবিনয় প্রণাম জানাইবে।

"জন্মদিনে কিছু কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করা আবশ্যক মনে হয়। এজন্য আমি কোন্ বৎসর জ্যৈষ্ঠমাসের কোন্ তারিখে বাবাকে ক্লেশ দিতে পৃথিবীতে আসিয়াছি, তাহা যদি বাবার নিকট হইতে জানিয়া আমাকে লিখিয়া পাঠাইতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।"

সপ্তম অধ্যায়।

সংসার-প্রবেশ।

বিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালে, প্রমদাচরণ আপনার জীবিকা আপনি উপার্জ্জন করিতে অগ্রসর হইলেন। এই বয়সে, কিম্বা এতদপেক্ষা অল্প বয়সেও এই হতভাগ্য দেশের অনেক হতভাগ্য যুবককে বৃহৎ পরিবারের অন্নবস্ত্র আয়োজন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু প্রমদাচরণের সে প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা মন্দ ছিল না। পিতৃ-পরিবারও যে খুব বড় ছিল তাহা নহে। তাহার উপর আবার প্রমদাচরণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ওকালতি করিয়া মাস মাস তিন চারি শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন। ইচ্ছা করিলে, প্রমদাচরণ আজীবন বিষয় কর্ম্ম না করিয়াও, যথেপ্সীত কার্য্যে জীবনাতিপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ উপস্থিত হইল বলিয়া, বিবেকের আদেশ প্রতিপালন করা, আত্মসুখান্বেষণ অপেক্ষা সমধিক উচিত মনে করিয়া, পিতা এবং ভ্রাতার যথেষ্ট সঙ্গতি থাকিতেও, প্রমদাচরণ সামান্য বেতনে শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলেন।

কলিকাতার অনতিদূরে, চব্বিশ পরগণার সীমান্তে নকীপুর নামক গ্রামের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ে, প্রমদাচরণ সর্ব্ব প্রথম কর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রমদাচরণ সবে মাত্র এল, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত

হইয়াছিলেন, এবং যে কারণেই হউক, তাহাও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই! কিন্তু সচরাচর এল, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণগণের যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি দৃষ্ট হয়, প্রমদাচরণের তদপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, এবং এই বিদ্যা বুদ্ধির বলেই তিনি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত না হইয়াও নকীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াও, প্রমাদাচরণ বাড়ীতে আপনা আপনি এরূপ পড়া শুনা করিয়াছিলেন যে, বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সচরাচর সেরূপ পড়া শুনার পরিচয় পাওয়া যায় না। নকীপুর এণ্ট্রান্স স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য কিছুকাল সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া, নানা কারণে ঐ বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেলে, প্রমদাচরণ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নকীপুরে প্রমদাচরণ যে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু-রূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন, ঐ বিদ্যালয়ের কোনও কোনও ছাত্রের পত্রাদির আভাসে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

নকীপুর হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রমদাচরণ কিছুকাল বেকার অবস্থায় থাকেন। তাহার পরে ১৮৮০ সালের মার্চ্চ মাসে কলিকাতায় সিটীস্কুলে অতিরিক্ত শিক্ষ-কের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীব-নের শেষ দশা পর্য্যন্ত, প্রমদাচরণ এই কার্য্যেই নিযুক্ত ছিলেন। সিটীস্কুলের অধ্যক্ষগণ তাঁহার কার্য্যে সর্ব্বদা বিশেষ সন্তুষ্ট

ছিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের ১৮৮৪-৮৫ সালের কার্য্য বিবরণে নিম্ন লিখিত ভাষায় প্রমদাচরণের মৃত্যুঘটনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছেঃ—

গভীর দুঃখ সহকারে কমিটীকে বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক বাবু প্রমদাচরণ সেনের মৃত্যুঘটনা লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে ইঁহারা যুবকগণের একজন উৎসাহী শিক্ষক এবং আপনাদিগের একজন মূল্যবান সহ-যোগী হারাইয়াছেন।*

সিটি কালেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে প্রমদাচরণের ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কার্য্য সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত পত্রখানি পাইয়াছি।

"বাবু প্রমদাচরণ সেন একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কেবল পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষাদান করিয়া তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাহাদিগের শারীরিক মান-সিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া প্রকৃতভাবে তাহাদিগের জীবন সংগঠনে তিনি একান্ত যত্নশীল ছিলেন। এজন্য দেখা যাইত বিদ্যালয়ের অবকাশ সময়েও তিনি ছাত্রগণে পরি-বেষ্টিত থাকিতেন এবং তাহাদিগের সহিত একীভূত হইয়া হয় কোন জ্ঞান গর্ভ সাধু বিষয়ের আলোচনা করিতেন, নয়

---

* মূল কথাগুলি এই—"It is with deep regret the Committee have to record the death of Babu Pramada Charan Sen, one of the Teachers of the institution. They have lost in him a devoted and enthusiastic trainer of youth and a valuable co-worker."

নির্দ্দোষ হিতকর আমোদ প্রমোদে নিযুক্ত থাকিতেন। সময় সময় তাহাদিগকে লইয়া চিত্রশালিকা প্রভৃতি কৌতুহলো-দ্দীপক স্থান সকলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার নিজের যেমন জীবন্ত উৎসাহ ও সাধুভাব ছিল, তাঁহার সঙ্গী ছাত্রগণকে সেইরূপ উৎসাহে উৎসাহিত ও সাধু ভাবে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার নিজশ্রেণীর ছাত্র ব্যতীত অপরাপর অনেক বালক তাঁহার সহিত মিলিত হইত এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে মহা উৎসাহ ও আনন্দের সহিত চলিত। বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইত তিনি ছাত্রদিগকে আপনার বন্ধু বলিয়া জানিয়া তাহাদিগের জন্য আপনার প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন এবং তাহারাও তাঁহাকে আপনাদিগের বন্ধু বলিয়া জানিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার অনুসরণ করিত। বালক দিগের কল্যাণ সাধনার্থ তাঁহার অন্তরে যে মহাভাব ছিল, তিনি তাহার পরিচয় দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অধিক দিন জীবিত থাকিলে তাঁহাদ্বারা কতই না মহৎ কার্য্য সাধিত হইত। তাঁহার অকাল মৃত্যু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হইয়াছে।"

"১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, আমি ———বাবুর ছেলে মেয়েকে এবং বাড়ীর অন্যান্য বালক বালিকাকে পড়াইতে আরম্ভ করি। ঈশ্বরের আশ্চর্য্য দয়া, আমি শিক্ষক হইয়া আসিয়াছিলাম, ভ্রাতা হইয়া রহিলাম।"

ঐ বৎসরের আগষ্ট মাসে প্রমদাচরণ তাঁহার সহোদরা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে এই বন্ধুর পরিবারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন, এবং তাহা হইতে জানা যায়, তিনি ইহাদিগকে কত ভাল বাসি-তেন, এবং ইহাঁরাও তাঁহাকে কত ভাল বাসিতেন। কুমু-দিনী দেবী ভ্রাতাকে বাড়ী যাইতে অনুরোধ করিয়া লিখি-য়াছিলেন, তদুত্তরে প্রমদাচরণ তাঁহাকে লেখেন ;

"আমাকে বাটীতে দেখিলে। সুখী হও বলিয়াছ, কিন্তু কেমন করিয়া বাটী যাইব ? ছোট দাদার মা, স্ত্রী, সকলেই বাটীতে, কাজেই ছোটদাদাকে বাটী যাইতে দিতে বাবা তত বাধা দিতে পারেন না। কিন্তু আমি কাহার জন্য ঘরে ফিরিব ও আর বাবাই বা যেতে দিবেন কেন ? * * * এই কলিকাতায় এক গৃহস্থের বাড়ীতে ঈশ্বরানুগ্রহে, পিতার স্নেহ, ভাই ভগ্নীদের ভালবাসা, সকলি পাইয়া, মাতৃশোক, পিতার বিরাগ, আমার দুঃখের অবস্থা, সকলই ভুলিয়াছি ; আর সে কথা মনে করিতে চাই না।"

এই পরিবারের স্নেহ মমতা ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে প্রমদাচর-ণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল এবং ইঁহারা এই সময় হইতে প্রমদাচরণের জীবনে প্রভূত আধিপত্য উপভোগ করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

ইংলণ্ডে যাইবার চেষ্টা।

প্রমদাচরণের প্রাণে ইংলণ্ডে যাইয়া বিদ্যালাভ করিবার বাসনা যে যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই প্রবল ছিল, এই কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হইয়াও এ বাসনা তাঁহার প্রাণ হইতে বিদূরিত হইল না। ফলতঃ ইহার পর বৎসর প্রমদার কালেজ পরিত্যাগ করার ইহাও একটি কারণ ছিল! ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে প্রমদাচরণ তাঁহার একজন অতি প্রিয় বন্ধুর পিতার নিকট একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন।

"আমরা পড়া শুনা ছাড়িয়া দিবার কারণ আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা। আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে গিলক্রাইষ্ট নামক একটি পরীক্ষায় যে যে বালক প্রথম ও দ্বিতীয় হয় তাহারা বৎসরে ১০০০ এক হাজার টাকা বৃত্তি পায়; ঐ বৃত্তি ৪ বৎসর দেওয়া হয়। আমি এই পরীক্ষা দি, কিন্তু তৃতীয় হওয়াতে বৃত্তি পাই নাই। যাহা হউক হয়ত আর মাসেক দুমাসের মধ্যেই বিলাত যাওয়া হইবে; কোন স্থান হইতে টাকা পাইবার আশা আছে। তাহা যদি না হয় তবে আর এজন্মে হইবে না। এখনও মন স্থির হয় নাই। তবুও হয়ত বিলাত যাওয়া না হইলে আর একবার পড়িতে পারি।"

১৮৮১ অব্দের ১০ই জুন তারিখে প্রমদাচরণ এই চিঠিখানি লেখেন। ইহার দু এক মাস মধ্যে তাঁহার বিলাতে যাওয়ার কোনও জোগাড়ই হইল না। তিনি যে বন্ধুর অর্থ সাহায্য প্রাপ্তির আশা করিতেছিলেন, কোনও কারণ বশতঃ তাঁহার সে সাহায্য করিবার সুবিধা হইল না। প্রমদাচরণ বাধা বিপত্তিতে ভগ্নোৎসাহ হইবার লোক ছিলেন না। এই দিকে বিফল-মনোরথ হইয়া, তিনি অন্য বিধ পন্থা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা উভয়ই পাঠ্য, পরীক্ষা ও উত্তীর্ণ নম্বরাদি সম্বন্ধে সমান। গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রমদাচরণ বস্তুতঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করা যখন একরূপ অসাধ্য দেখিলেন; তখন প্রমদাচরণ এই দেশে থাকিয়াই ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

বিলাতে এতদর্থে একখণ্ড আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ তদুত্তরে প্রমদাচরণকে লিখিলেন যে এদেশ হইতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে তত্রত্য কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কোনও আপত্তি নাই। কেবল এই সকল পরীক্ষার্থী গণকে বিলাতের ভারতকার্য্যালয়ের অথবা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়া পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার আবেদন পাঠাইতে হইবে। এই পত্র পাইয়া প্রমদাচরণ লণ্ডনের বি, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের

নিকট আবেদন করিলেন। এই আবেদন পত্রের মীমাংসার ভার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের উপর অর্পণ করিলেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট, এইরূপ ভাবে এদেশে থাকিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পরীক্ষা সমূহে কাহাকেও উপস্থিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য কি না, এই প্রশ্ন মীমাংসার ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পণ করিলেন। এইরূপ এই বিষয় লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে অনেক লেখালেখি, তর্ক বিতর্ক এবং প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বিলক্ষণ আন্দোলনের পর কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্থির করিলেন যে এরূপ ভাবে কেহ এদেশ হইতে বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা সমূহে উপস্থিত হইতে পারিবে না।

এইদিকে বিফল মনোরথ হইয়া প্রমদাচরণ বিলাত যাইবার জন্য টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত এ চেষ্টা ফলবতী হইল না। অবশেষে তাঁহার পিতামহাশয়ের পরলোক গমনে প্রমদাচরণের ভ্রাতা অধিকতর স্বাধীনতা সহকারে কনিষ্ঠের উন্নতির সহায়তা করিতে অগ্রসর হইলেন। অল্প দিন মধ্যেই তিনি প্রমদাচরণের বিলাত যাইবার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহনে উদ্যত হইলেন। বক্রী টাকারও যোগাড় হইল। ঈশ্বর ইচ্ছায় বিলাত যাইবার বন্দোবস্ত একরূপ স্থির হইল। এমন সময় প্রমদাচরণ নিদারুণ রোগ শয্যায় শয়ন করিলেন, এবং অল্প দিন মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

প্রমদাচরণের চরিত্রের জ্বলন্ত উৎসাহ ও হৃদয়-মনের

আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, তাঁহার ইংলণ্ডে যাইবার চেষ্টায় বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গিল্‌ক্রাইষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া অবধি তাঁহার বন্ধুগণের অনেকেই তাঁহাকে এই বিষয়ে নিরুৎসাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমদাচরণ সে নিরুৎসাহে দমিবার লোক ছিলেন না। তাহাতে তাঁহার চেষ্টা আরো সমধিক বলবতী হইতে লাগিল। এই বিষয়ে তাঁহার মন এরূপ মত্ত হইয়াছিল যে তিনি সময় সময় এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ নিতান্ত বালকের মত কার্য্য করিয়াছেন। একবার এই আশা পূর্ণ করিবার অন্য কোনও সদুপায় না দেখিয়া, প্রমদাচরণ গিল্‌ক্রাইষ্ট ছাত্রবৃত্তির অধ্যক্ষদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছিলেন; এবং যে প্রমদাচরণ অন্য কোনও বিষয়ে কাহার নিকট কোনও প্রকারের সাহায্য-প্রার্থী হইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন, ও জীবনে যিনি প্রায় কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, সেই প্রমদাচরণ ইংলণ্ডে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য কাহারও কাহারও নিকট নিতান্ত ব্যগ্রতা সহকারে অর্থানুকূল্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়।

সখার জন্ম।

প্রমদাচরণের প্রকৃতিতে শিশুবাৎসল্যের ভাব অসাধারণরূপে প্রবল ছিল; স্থানান্তরে সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই শিশুবাৎসল্য হইতেই প্রমদাচরণের প্রধান কীর্ত্তি সখার উৎপত্তি হয়। প্রমদাচরণ আপনি উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে, কুসঙ্গে জুটিয়া, কিরূপে কুপথগামী হইবার আশঙ্কায় পড়িয়াছিলেন, তাহা আজীবন তাঁহার স্মৃতি পথে জাগরুক ছিল। তিনি যে গুরুতর পরীক্ষাও প্রলোভনের মধ্য হইতে ঈশ্বর কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই পরীক্ষা ও প্রলোভনে কত শত সুকুমারমতি বালকের সর্ব্বনাশ সাধন করে, ইহা তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল; এবং প্রধানতঃ এই সকল প্রলোভন হইতে বালকদিগকে বাঁচাইবার জন্যই তিনি সতত আপনার শ্রেণীর ও বিদ্যালয়ের কোমলমতি বালকবৃন্দের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন। সিটিস্কুলে প্রবেশ করিবার অল্প দিন পরেই প্রমদাচরণ কতিপয় সমুৎসাহী বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হইয়া বালকদিগের নীতি শিক্ষার্থ তথায় একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে প্রমদাচরণ বিশেষ যত্ন এবং সাহায্য করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না; এবং অল্প সংখ্যক ছাত্র লইয়া সপ্তাহের পর সপ্তাহ বক্তৃতাদি করা

যে কি নিরুৎসাহের কার্য্য তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু প্রমদাচরণ তাহাতে নিরুৎসাহ হইতেন না। দুটী একটী ছাত্র আসিলেও তাহাদিগকে লইয়াই প্রমদাচরণ এই বিদ্যালয় সম্পর্কিত স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্যোক্তা বাবু গিরীন্দ্রমোহন গুপ্তও অল্প দিন হইল, প্রমদাচরণের কাল রোগেই, পরলোকে প্রমদাচরণের সঙ্গে গিয়া মিলিত হইয়াছেন। গিরীন্দ্র বাবুর উৎসাহ ও উদ্যমে এই বিদ্যালয়টী বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। প্রমদা-চরণের এবং তৎপরে গিরীন্দ্রমোহনের মৃত্যুতে, ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষতঃ সিটিকলেজের রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের যে কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু "সখাই" প্রমদাচরণের ক্ষুদ্র জীবনের প্রধান কীর্ত্তি,—তাঁহার অসাধারণ শিশু-বাৎসল্যের প্রধান পরিচয়-দাতা।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে রবিবার দিনে "সখা" প্রচারের ভাব প্রমদাচরণের প্রাণে প্রথম উদিত হয়। প্রমদাচরণ মধ্যে মধ্যে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অপর বালক-গণকে লইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও কোনও বাগানে বেড়াইতে যাইতেন। ৭ই মে তারিখেও তিনি কতিপয় প্রিয় বালককে সঙ্গে করিয়া বরাহনগরে একটী ব্রাহ্ম বন্ধুর বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে গেলেন। এই বাগানে বালকদিগের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিবার সময় সর্ব্ব প্রথমে "সখার" ভাব তাঁহার প্রাণে উদয় হয়। তাঁহার দৈনন্দিন লিপি পুস্তকে এই বিষয়ে লেখা আছে,—

"বাগানে একটি পাকা কথা (একটি কাজের সূত্রপাত)

হইল। Generality of young boysএদের কিরূপে influence for good করা যায়। A. boy suggested writing interesting pamphlets. তদপেক্ষা আমার নিকট Children's Friend প্রভৃতির ন্যায় কাগজের কার্য্য-ক্ষেত্র অধিক বিস্তৃত। কিন্তু এজন্য মাসে মাসে ৬০্ টাকা আন্দাজ খরচ হওয়ার সম্ভাবনা। যদি তোলা যায় এবং একটা fund করা যায় তাহা হইলে paper start করা যায়।"

এই দিন হইতে প্রমদাচরণের প্রাণে এই ভাবটি বিশেষ রূপে খেলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমাগত এই বিষয়ে গভীর চিন্তা করিয়া তিনি প্রায় সপ্তাহ কাল মধ্যে এই কাগজ প্রচার করা স্থির করিলেন, এবং তদুদ্দেশে আপনার সমুদায় উদ্যম ও উৎসাহ নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮ই মে তারিখে "সখার" টাইটেল পেজের ছবি অঙ্কিত করিলেন। ইহার দশ দিন পরে "সখার" অনুষ্ঠান পত্র লিখিয়া তাহার মুদ্রাঙ্কন চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন; এবং এই মাসের মধ্যেই তাহা মুদ্রিত করিয়া চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন।

প্রমদাচরণের অসাধারণ আত্মনির্ভর ছিল। এমন কি কখনও কখনও এই আত্মনির্ভর তাঁহার গুণের কথা না হইয়া দোষের কথা পর্য্যন্ত হইত। কোনও কাজ করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রায় কাহারও সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করিতেন না। সখা সম্বন্ধেও প্রায় তাহাই ঘটিল। সখার অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করিবার পূর্ব্বে প্রমদাচরণ তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণের মধ্যে প্রায় কাহাকেই তদ্বিষয়ে বিশেষ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দু একজনের সঙ্গে যে সামান্য কথাবার্ত্তা

হইয়াছিল, তাহাতেও তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ উৎসাহের কথা পাইলেন না ; এবং এই কারণেই আরো বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া, অপর বন্ধুদিগের পরামর্শ গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। কেবল আপনার সাধু সঙ্কল্প এবং ভগবানের কৃপা ও আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

সখার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বালকদিগের জন্য কোনও উৎকৃষ্ট সচিত্র সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ঐরূপ কোনও কোনও পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে সকল বাইবেল, যিশুখৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্মের কথাই বেশী থাকিত বলিয়া, বঙ্গীয় বালক সমাজে তাহাদের তত আদর হয় নাই, তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালী বালকগণের বিশেষ কোনও সুশিক্ষা বিধান হয় নাই। বস্তুতঃ সখাই সর্ব্ব প্রথমে বঙ্গ সমাজে এই গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়া এই অভিনব কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

এইরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। প্রমদাচরণ তখন সিটীস্কুলে কেবল মাত্র ষড়বিংশতি মুদ্রা মাসিক বেতন পাইতেন। এই সামান্য বেতন তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন ও অপরাপর অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদিতেই ব্যয়িত হইত। প্রমদাচরণের তদ্ভিন্ন বদান্যতাও ছিল। সময় সময় অনেক দীন দুঃখীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে তিনি ক্রুটী করিতেন না। এ অবস্থায় প্রমদাচরণ যে সখা প্রকাশ করিবার সময় একরূপ শূন্যহস্ত ছিলেন, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? অথচ প্রথমেই দুই তিন শত মুদ্রা না হইলে অনুষ্ঠান পত্রাদির

ব্যয় চলে না। প্রমদাচরণ একজন পদস্থ ধনী বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া; ঋণ ভিক্ষা করিলেন। প্রমদাচরণের ঈপ্সীত কার্য্য যে কখনও সুসাধিত হইতে পারে, এই বন্ধুর সে ধারণা হইল না। তিনি বিশেষ ভাবে প্রমদাচরণকে এই গুরুতর কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইলেন; এবং প্রমদাচরণকে সেই সদনুষ্ঠান হইতে কোনও মতে বিরত করিতে না পারিয়া তিনি প্রার্থিত ঋণ দানে অস্বীকৃত হইলেন। প্রমদাচরণের অপর বন্ধুগণও এইরূপে তাঁহার কার্য্যের বাধা দিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই বিষয়ে প্রমদাচরণ কদাপি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, সুতরাং ইঁহারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রমদাচরণ এই সব বাধা ও প্রতিরোধে বিন্দুমাত্রও ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে আপনার অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

সখা প্রচার করা স্থির করিয়াই প্রমদাচরণ আপনার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সখার জন্য টাকার আয়োজন করিবার উদ্দেশে দুধ জলখাবার প্রভৃতি বন্ধ করিলেন। প্রমদাচরণ নিরামিশাসী ছিলেন। সাধারণতঃ বাসা বাড়ীতে যে আহারের বন্দোবস্ত থাকে, তাহাতে মৎস্যাহারীদিগের যত না আহারের ক্লেশ হয়, নিরামিশভোজীদিগের তদপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। এই জন্য তাঁহাদিগকে সময় সময় ঘৃতাদি স্বয়ং আনিয়া খাইতে হয়। প্রমদাচরণও আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ঘৃত খাইতেন, কিন্তু সখার

জন্য তাহা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। বাসায় ব্রাহ্মণ যাহা কিছু সামান্য ভাজা, ডাল্না এবং ডাল রন্ধন করিত, তাহা-দ্বারাই আপনার উদর পূর্ত্তি করিতে লাগিলেন। প্রমদাচরণ একজন গণ্য মান্য খাদক ছিলেন। ইচ্ছা করিলে দু তিন জনের অন্ন তিনি অক্লেশে উদরস্থ করিতে পারিতেন। সাধা-রণতঃ তিনি তাঁহার সমবয়স্ক যুবকদিগের অপেক্ষা অনেক বেশী অন্ন আহার করিতেন। ভাল দ্রব্য ভোজনেও তাঁহার বিলক্ষণ লিপ্সা ছিল। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে, দুগ্ধ, ঘৃত, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সুখাদ্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাদহীন ডাল ভাজা ও ডালনা দ্বারা উদর পূর্ণ করা যে কি স্বার্থ ত্যাগের ব্যাপার হইয়াছিল বলা যায় না।

এইরূপে সর্ব্বপ্রকার সুখ সচ্ছন্দতা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া, যৎসামান্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া, দুই শত মুদ্রা ঋণ গ্রহণে, প্রমদাচরণ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "সখা" প্রচার করিলেন। প্রথমতঃ ইহার "সাথী" নাম রাখিয়া-ছিলেন, এবং তাঁহাব দৈনন্দিন লিপিতে প্রথম প্রথম "সাথী" বলিয়াই তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সখা অল্পাধিক ছয়শত গ্রাহক লইয়া ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু প্রমদাচরণের উদ্যম গুণে বৎসর কাল মধ্যে ইহার সহস্রাধিক গ্রাহক হইল, এবং অল্পদিন পরেই বাঙ্গালার বালক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, দেশীয় শিক্ষিত সাধারণের বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। এক বৎসর মধ্যেই সখা শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। প্রথম বর্ষের সখার নমুনা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর

জেলায় জেলায় পাঠাইয়া দিয়া তৎপ্রতি স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

Circular No. 35, dated 1st April, 1884, by A. W. Croft Esqr., M. A., Director of Public Instruction, Bengal.

" A desire has often been expressed for a good prize book for pupils in primary schools, as well as for a cheap and interesting periodical to which the better classes of primary schools might subscribe. I beg to forward for your inspection a copy of the 1st volume of a work entitled "Sakha" which seems to possess the required qualifications. The subjects are of a varied and interesting character, suited to the comprehesion of young children. *The illustrations are good, and the language is easy, correct and idiomatic.* The Publisher in my opinion deserves encouragement, and if he obtains increased support, it is his desire to improve the work still further."

কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক প্রমদাচরণকে লিখেন ;—

I have duly received the copy of the first SAKHA you so kindly sent to me with your letter dated the 27th August and have requested the Dy. Inspectors of schools to ascertain how many copies can possibly be subscribed to by the *gurus* and pupils of the Primary Schools in the Raj. I fully endorse Mr. Croft's opinion regarding

the merit of the SAKHA and I have every reason to hope your work will be thankfully appreciated by our educated countrymen.

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের লাইব্রেরিয়ান বাবু চন্দ্রনাথ বসু লিখেন ঃ—

I have looked through the 1st volume of the SAKHA with very great pleasure. As a periodical for the instruction and amusement of children it is an excellent publication. The purity of its tone deserves unmeasured commendation, whilst the interesting variety of its contents, its genial, earnest, and at the same time playful spirit and the neatness of its pictorial illustrations are features which render it execeedingly attractive reading for Bengali boys and girls. Its style, diction, matter and manner all seem admirably adapted to the capacities of those for whom it is intended.

CHANDRA NATH BOSE, M.A., B.L.

বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছে ;—

"সখা" পড়িয়াছি। সকল পড়ি নাই, কিন্তু যতদূর পড়িয়াছি, তাহাতে বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। "সখা" প্রধানতঃ বালক বালিকাদিগের সহায় বটে, কিন্তু এ "সখা"র সাহায্য অনেক পলিত কেশ বৃদ্ধের পক্ষেও অনবলম্বনীয় নহে বালক বালিকার এমন সম্বন্ধু অতি দুর্লভ। এই পত্রের রচনা অতি সরল, বিষয় গুলি জ্ঞানগর্ভ, রুচি মার্জ্জিত। এই "সখার" সঙ্গে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক মাত্রেরই সখিত্ব করা

উচিত। "সখা"র জন্য, যাহার ঘরে শিক্ষণীয় বালকবালিকা আছে, সেই আপনার নিকট ঋণী। আপনি যশস্বী ও কৃতকার্য্য হউন, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। ইতি ৩০ শে অগ্রহায়ণ।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

রোগ শয্যা ও মৃত্যু।

১৮৮৪ সালের গ্রীষ্মকালে, একদিন দিবা দ্বিপ্রহর সময় শুনিলাম, প্রমদাচরণের বড় পীড়া হইয়াছে—মুখে রক্ত উঠিতেছে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দেখিতে গেলাম, গিয়া দেখিলাম প্রমদাচরণ বন্ধুবান্ধবগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। সকলেরই মুখভাব গম্ভীর, বিষম ভাবনার রেখায় অঙ্কিত। কেবল যাঁহার জন্য এত ভয় ও এত ভাবনা, তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্ন মাত্র নাই। এই দিন হইতে প্রমদাচরণের কালরোগ প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

প্রমদাচরণ কখনও আপনার শরীরের যত্ন করিতেন না। কোনও সৎকার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহার শরীরের প্রতি বিন্দু-মাত্র দৃষ্টি থাকিত না। শরীর সুখের জন্য নহে, ভোগের জন্য নহে, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে খাটিবার জন্য প্রমদাচরণ আপনার ক্ষুদ্র জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যেন এই বাক্যের প্রমাণ প্রদান করিতেন।

১৮৮১ সালের শীতের ছুটী উপলক্ষে প্রমদাচরণ যশোহর-খুলনা সম্মিলনী নাম্নী একটী দেশহিতকরি সভার অর্থাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য যশোহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে যাত্রা করেন। এই উপলক্ষে পাদযোগে কোনও দিন বা আট দশ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়া, কোনও দিন বা বৃষ্টিতে

সিক্ত হইয়া, কোনও দিন বা সন্তরণ ক্রমে বিল খানা প্রভৃতি উত্তীর্ণ হইয়া, শরীরের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেন; এবং যে দিন যশোহর হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন সে দিনও তাঁহার গাত্রবস্ত্র অল্পাধিক পরিমাণে আর্দ্র ছিল। এই সকল অত্যাচারে লৌহ গঠিত দেহও বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রমদাচরণের সবল দেহেও অলক্ষিতে রোগের বীজ সঞ্চারিত হইল। ইহার কিছুকাল পরে প্রমদাচরণ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে লাগিল। কিন্তু এই সূত্রে কাল ক্ষয়কাশ যে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

ইহার পরেও প্রমদাচরণ ক্রমাগত শরীরের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তিনি নিরামিশাসী ছিলেন, এবং সখা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও জলখাবার পর্য্যন্ত যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহার এই সামান্য আহার পর্য্যন্ত সকল দিন নিয়মিতরূপে জুটিত না। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকাতে প্রমদাচরণ সর্ব্বদা নিয়মিত আহারের সময়ে গৃহে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। অপর সকলের আহারাদি হইয়া গেলে পাচক ব্রাহ্মণ কোনও গৃহে প্রমদাচরণের আহারীয় রাখিয়া বাড়ী চলিয়া যাইত। কোন দিন বা বিড়ালের অত্যাচারে এই আহার্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া থাকিত। আর কোনও দিন বা প্রমদাচরণের বাসায় আসিতে অধিক রাত্রি হইলে, আপনার আহারের জন্য বাসার আর কাহাকেও জাগান অন্যায় মনে করিয়া প্রমদাচরণ অনাহারেই রাত্রি

কাটাইতেন। একদিন প্রমদাচরণ অপরাহ্ন চারি ঘটিকার সময় কোনও সামান্য কার্য্যোপলক্ষে আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া তাঁহার একটী মহিলা বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমরা জানিতে পারিলাম, প্রমদাচরণের তিন দিন উপর্য্যুক্ত কারণে অন্নাহার হয় নাই। আমরা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। আমাদের অজ্ঞাতে প্রমদা-চরণ কত দিন যে এইরূপ উপবাস থাকিয়া কাটাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না।

কেবল আহার বিষয়েই যে প্রমদাচরণ আপনার শরীরের উপর অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। শীতকালে কখনও কখনও শীতবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইতে দেখিয়াছি। শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতে বলিলে, প্রমদাচরণ প্রায়ই বলিতেন— "পয়সা পাব কোথা" ?

কিন্তু প্রমদাচরণ যে একেবারে অর্থোপার্জ্জন করিতেন না তাহা নহে। সিটিকালেজে ১৮৮২ সাল হইতে তিনি ত্রিশ মুদ্রা বেতন পাইতেন। তাঁহার মত একটী অবিবাহিত যুবকের আবশ্যকীয় ব্যয় সংকুলনার্থ মাসিক ত্রিশ মুদ্রা কম নহে। কিন্তু প্রমদাচরণ ইহার অধিকাংশ অর্থ সখার জন্য ও অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। সুতরাং এই সকল ব্যয় সংকুলন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা দ্বারা তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় স্বচ্ছলরূপে কুলাইত না।

প্রমদাচরণ অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াও আপনার শরী-রকে ক্লিষ্ট করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে অন্যায় অবিচারের প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ ছিল। কাহারও কোনও অবিচার

দেখিয়া তাহার প্রতিবিধানে অসমর্থ হইলে, তিনি সেই ক্রোধ আপনার শরীরের উপর প্রয়োগ করিতেন। ১৮৮৩ সালের প্রথম হইতে কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অবিচারে তাঁহার প্রাণে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগে এবং তদবধি এই বন্ধুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রমদাচরণ আপনার শরীরকে অযথা রূপে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনাহারে, অনুপযুক্ত আচ্ছাদনে, পাদুকা হীন অবস্থায় থাকিয়া, দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে এবং বর্ষার অশ্রান্ত জলধারায় কখনও কখনও ছত্রবিহীন হইয়া বেড়াইয়া, আপনার শরীর পাত করিয়া যেন এই বন্ধুর অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল অত্যাচারে মানুষের শরীর আর কদিন টিকিতে পারে? প্রমদাচরণের শরীরও তাঁহার ভগ্ন হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন বন্ধুর চেতনা হইল, তিনি নানা উপায়ে তাহার প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; কিন্তু—

"নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানং?"

প্রমদাচরণের রোগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাক্তারী, তৎপর কবিরাজি, তৎপর হোমিওপ্যাথি, সকল প্রকারের চিকিৎসা হইল; কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম ডাক্তার, শ্রেষ্ঠতম কবিরাজ, শ্রেষ্ঠতম হোমিওপাথ, প্রমদাচরণের চিকিৎসা করিলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রমদাচরণকে বাঁচাইবার জন্য জলের ন্যায় অবাধে রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। প্রায় এক বৎসর কাল এই নিদারুণ রোগযাতনা ভোগ করিয়া, ১৮৮৫

খৃষ্টাব্দের জুন মাসের একাদশ দিবসে রবিবার প্রাতঃকালে নয় ঘটিকার সময়, খুলনায় প্রিয়তম সহোদরের বাসাবাটীতে, প্রমদাচরণ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সখার বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র শূন্য হইল; বন্ধুবান্ধবগণের হৃদয় শোকাচ্ছন্ন হইল; এবং বঙ্গমাতা এমন একটী পুত্রকে অকালে হারালেন, ঈশ্বর কৃপায় দীর্ঘজীবন পাইলে, যে সম্ভবতঃ তাঁহার মুখ নানা রূপে সমুজ্জ্বল করিতে পারিত। ফুটিতে না ফুটিতে প্রমদাচরণের জীবন কুসুম ঝরিয়া পড়িল!

দ্বাদশ অধ্যায়।

শেষ কথা।

প্রমদাচরণের চরিত্রে অনেক মহত্ত্বের লক্ষণ ছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে অকাল মৃত্যুতে এই সকল মহত্ত্ব সুন্দররূপে বিকশিত হইতে পারিল না, নতুবা তিনি নিশ্চয়ই এদেশের একজন মহৎলোক হইতে পারিতেন। তাঁহার জ্বলন্ত উৎসাহ, অসাধারণ আত্মনির্ভর, অপরাজেয় সাধুতা, গভীর ধর্ম্মপিপাসা ও প্রগাঢ় একাগ্রতা যে দেখিয়াছে, সেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সখার জন্ম ও উন্নতিতে তাঁহার উৎসাহের কিঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দিন নাই রাত্রি নাই, বিরাম নাই বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই অবহেলা নাই, প্রমদাচরণ এরূপ ভাবে যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, সখার উন্নতি কল্পে ততদিন প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। একবার ঘরে বসিয়া প্রবন্ধ লেখা, আরবার ছবির জন্য শিল্পীকে তাগাদা করা, পর মুহূর্ত্তে লেখকগণের নিকট প্রবন্ধ প্রার্থনা করা, তারপর টাকা কড়ির হিসাব পত্রাদি লেখা, সখার জন্মাবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এরূপ ভাবে শ্রমকে শ্রম, ও অর্থকে অর্থ জ্ঞান না করিয়া তাহার জন্য খাটিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ প্রমদাচরণ আপনার জীবন-রক্ত ব্যয় করিয়া এই পত্রিকার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সখা প্রকাশের সময় প্রমদাচরণকে বিশেষ ভাবে নিরুৎসাহিত করিয়াছিলেন,

পরিণামে এই পত্রিকার অত্যাশ্চর্য্য উন্নতি দেখিয়া, তাঁহারাই সবিস্ময়ে ও সসম্ভ্রমে শত মুখে প্রমদাচরণের অধ্যবসায় ও উৎসাহের প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল সখার জন্য প্রমদাচরণ যে শ্রম করিতেন, তাহাতেই সাধারণ লোকের ক্লান্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু সখার কর্ম্ম ব্যতীত প্রমদাচরণ প্রতি দিন আরো কত সৎকাজ করিতেন। অর্থাভাবে প্রমদাচরণ একটী ভৃত্য রাখিতে পারিতেন না। প্রতি মাসের সখা স্বয়ং হাতে করিয়া কলিকাতার অনেক গ্রাহকের ঘরে ঘরে গিয়া দিয়া আসিতেন; ধোবা বাড়ী কাপড় দেওয়া, বাজার হইতে যখন যাহা প্রয়োজন তাহা কিনিয়া আনা,—এই সমুদায় সামান্য এবং লোকতঃ হীন কার্য্যও প্রমদাচরণ স্বয়ংই করিতেন। তদ্ব্যতীত বন্ধুবান্ধব দিগের সঙ্গে রীতিমত দেখা সাক্ষাৎ করিতে প্রমদাচরণের কখনও কোনও ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই। সচরাচর তাঁহার সমশ্রেণীর যুবকগণ বন্ধুবান্ধবদিগকে নিয়মিত রূপে পত্রাদি লিখিতে যথোচিত পরিশ্রম করিতে অনিচ্ছুক হন। প্রমদাচরণের অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন। তাঁহাদের অনেককেই যে প্রমদা কেবল রীতিমত চিঠিপত্রাদি লিখিতেন তাহা নহে, কিন্তু প্রায়শঃ এই সকল সুদীর্ঘ চিঠিপত্রের নকল আপনার চিঠির খাতায় লিখিয়া রাখিতেন।

প্রমদাচরণের দৈনন্দিন লিপি লিখিবার অভ্যাস ছিল। এই পুস্তকে তাঁহার দৈনিক জীবনের অতি সূক্ষ্ম চিত্র পাওয়া যায়। তিনি প্রতিদিন শয়ন করিবার সময় পর দিন কি কি করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন, এবং পর দিবসের

দৈনন্দিন লিপিতে তন্মধ্যে কি কি করা হইল, এবং কি কি করা হইল না, তাহা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করিতেন। তাঁহার দৈনন্দিন লিপির একটী সামান্য নমুনা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

THE 9TH SEPTEMBER 1881. THURSDAY.

কি কি করিতে হইবে ?

(১) Theodore Parker অবশিষ্টাংশ পড়িতে হইবে। (Almost done)

(২) Codliver oil খাইতে হইবে (Done)

(৩) বিজয় বাবুর sermon সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ পরিষ্কার করিতে হইবে। (Being engaged in preparing a list of Building-Fund-subscribers could not do).

(৪) Brahmo Public Opinion পড়িয়া একটু সন্ধ্যাকালীন ভ্রমণ করিতে হইবে। (Did the latter but could not do the former.)

(৫) মৃদু ব্যায়াম করিতে হইবে। (Done)

প্রাতে ৪৷৷০ টার সময় উঠিয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনাদির পর প্রাতঃক্রিয়া সমাপন করিয়া Diary লিখিলাম। তাহার পর Theodore Parker পড়িলাম। Parker প্রায় শেষ করিয়া প্রায় তিন ঘণ্টা বিল্‌ডিং ফণ্ডের subscriber দিগের নাম লিখিতে গেল। তাহার পর বেড়াইতে গেলাম। সু——কে লইয়া হরিমোহন রায়ের চিড়িয়াখানায় গেলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দোকানে গেলাম। পথে তা——

বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। অনেক কথা বার্ত্তার পর তা———বাবু আমার চিন্তা শতকের প্রথম issueর প্রশংসা করিলেন। ঈশ্বরই জানেন চিন্তাগুলি বাস্তবিক লোকের উপকারী এবং তত্ত্বকৌমুদীর উপযোগী হইয়াছে কিনা। * * বাসায় ফিরিয়া ছাদে গিয়া মৃদু ব্যায়াম করা গেল। * * চাঁদ আকাশে উঠিয়াছে, চারিদিকে বাদ্য বাজিতেছে, সমস্তদেশ মাতিয়া উঠিয়াছে; সকলেই বহুদিন পরে আত্মীয়স্বজনের প্রিয়মুখ দেখিয়া মন জুড়াইতেছে, কিন্তু আমার সে সুখ নাই। পিতা, ভ্রাতা, ভগিনীর মুখ দেখিতে চাহিয়াও অনুমতি পাই না। ইহাতে মর্ম্মভেদী ক্লেশ হয়। * * হে ঈশ্বর, তোমার নাম স্মরণ করিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে যেন আপন পর এ বিষয়ে নিরপেক্ষ হইতে পারি। প্রভো, কাঁদিব কিসের জন্য? বিবেকের অনুমোদিত কার্য্য করিতে হয় বলিয়া যদি আত্মীয়স্বজনের প্রিয়মুখ দর্শনে বঞ্চিত হই,—হে শান্তিদাতা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শান্ত করিও। তোমার নিকট এই প্রার্থনা।"

প্রমদাচরণের দৈনন্দিন লিপিতে তিনি প্রায়ই ভগবানের নিকট আপনার প্রাণের সরল প্রার্থনাগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। তাহার কটী এখানে উদ্ধৃত করা গেল:—

(১) জগদীশ্বর, আজ সমস্ত দিনের কার্য্যের প্রতি তোমার শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর। তোমার পথ হইতে বিচলিত হইয়া যে কুচিন্তা ও কুকার্য্যে রত হইয়াছি, পিতা, অজ্ঞান সন্তানের সেই ক্রটী ক্ষমা কর। আশীর্ব্বাদ কর,

নাথ, তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন জীবনের প্রত্যেক দিনই তোমার কার্য্যে যায়। আমার সমুদায় কার্য্য যেন দিন দিন সুপবিত্র এবং তোমার সন্তানের উপযুক্ত হয়।

(২) জগদীশ্বর তোমার স্বর্গ রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা এজীবনে পূর্ণ হউক—বলিয়া কতবার চীৎকার করিলাম; কিন্তু নাথ, এজীবনের সহিত তোমার পবিত্র ইচ্ছার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদন করিবার জন্য কই, একবারও তো চেষ্টা করি নাই। মুখে বলিতেছি তোমার স্বর্গরাজ্য আসুক, কিন্তু অন্তর্যামি পিতা, দেখিতে পাইতেছ, আমার প্রবঞ্চক মন পৃথিবীতলে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করিতেছে না। পিতা, এ দুর্দ্দশা দূর কর। মনে বল দাও, উদ্যম অধ্যবসায় দাও, যাহাতে জীবন দিন দিন উন্নত হইয়া তোমার স্বর্গ রাজ্যের উপযুক্ত হয়, এমন কৃপা তুমি বিধান কর। দুর্ব্বল সন্তানকে, হে সর্ব্বশক্তিমান,—তোমার স্বর্গীয়বলে বলীয়ান কর, তোমার নিকট এই প্রার্থনা।

(৩) হে ঈশ্বর তোমার সহায়তা যদি মনপ্রাণের সহিত অবলম্বন করি, তাহা হইলে কি জীবনে এই দুর্দ্দশা চিরকাল থাকিতে পারে। পিতঃ! তুমি তোমার মহত্ত্ব সত্বর আমার নিকট প্রকাশিত কর। সমুদ্রবাহী নাবিক যেমন নক্ষত্র দেখিয়া আপনার গন্তব্য পথ স্থির করে, হে ভবকাণ্ডারী, আমিও তেমনি তোমাকে দেখিয়া যেন আমার লক্ষ স্থির করিয়া সাহসের সহিত চলি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রমদাচরণের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ব্রাহ্মসমাজের যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা অতি

যত্ন ও শ্রমসহকারে সম্পাদন করিতেন। তত্ত্বকৌমুদীকে প্রবন্ধাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন; একবার কোনও প্রতিবন্ধকতা বশতঃ সম্পাদককে কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। পর দিনই তত্ত্বকৌমুদী প্রকাশিত হওয়া কর্ত্তব্য, অথচ পূর্ণ এক ফর্ম্মা লেখা বাকী। প্রমদাচরণ সন্ধ্যার সময় এই বাকী লেখা আয়োজন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন, এবং পর দিবস প্রত্যুষে পূর্ণ এক ফর্ম্মা পরিমাণে "কাপি" আনিয়া সম্পাদকের হস্তে দিলেন। প্রমদাচরণ ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক প্রচার বিভাগেরও কিছু সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "চিন্তা শতক," এবং "সাথী"—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রচারিত গ্রন্থাবলী মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

"সখা" হইতে প্রমদাচরণের জীবনের নিম্নলিখিত কথা গুলি উদ্ধৃত হইলঃ—

"তিনি রোগ-শয্যায় পড়িয়াও সর্ব্বদা পরের জন্য ভাবিতেন। তাঁহার অন্যায়ের প্রতি বড় বিদ্বেষ ছিল। একবার তাঁহার একজন আত্মীয় কোন আপীষে কর্ম্ম পাইবার জন্য পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাতে তিনি সর্ব্ব প্রথম হইলেন তথাপি আপীষের কর্ত্তা ইংরাজ, একটা সামান্য ছল করিয়া তাহাকে কর্ম্ম না দিয়া সে কাজ অন্যকে দিলেন। তিনি তখন বড় পীড়িত, শুনিয়া তাঁহার এত ক্রোধ হইল যে তিনি বলিতে লাগিলেন;—"কি বলিব আর বল শক্তি নাই, তাহা না হইলে একবার ইহাদের অন্যায় বিচারের কথা কাগজে লিখিতাম।"

"তাঁহার যখন অত্যন্ত পীড়া তখন একদিন শুনিলেন যে তাঁহার পরিচিত একটী বালিকাকে লোকে বলপূর্ব্বক একটী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিতেছে। ঐ বালিকার মাতা অনাথা বিধবা, তাঁহার ইচ্ছা নাই; তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে জোর জবর করিয়া ঐ কাজ করাইতেছে। ইহা শুনিবা মাত্র তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের জন্য কতই ভাবিতে লাগিলেন, নিজের টাকা দিয়া তাহাদিগকে কলিকাতায় আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন, তাহারা কিন্তু আসিতে পারিলেন না, এজন্য প্রাণে বড় দুঃখ রহিল।

"একদিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া শুনিলেন যে তাঁহার ভবানীপুরস্থ একজন ব্রাহ্ম বন্ধুও তাঁহার মত ক্ষয়-কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছেন, সে বন্ধুটী অতি দরিদ্র। তিনি একজন লোকের হাতে ৫৲ টী টাকা দিয়া বলিয়া দিলেন—"তাঁহাকে বলিবেন, ইহা অতি যৎসামান্য হইল, আমি নিজে পীড়িত, তাহা না হইলে আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার সেবা করিতাম।

"পিতৃ মাতৃ হীন ছোট ছোট গরিবের ছেলেদিগকে রাস্তা হইতে কুড়াইয়া তাহাদিগের জন্য একটা 'আশ্রয়-বাটীকা' নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাখিয়া মানুষ করিতে হইবে, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল ছিল। কিছু টাকা হইলে ঐ কাজ করিবেন এই প্রতিজ্ঞা ছিল, রোগে পড়িয়াও সেই ভাবনা ভাবিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই রূপ প্রলাপ বকিতেন।

"ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ও অনুরাগ ছিল। রোগ-শয্যায় সর্ব্বদা একখানি ব্রহ্ম-সংগীত তাঁহার বালিশের

কাছে থাকিত। গাইতে জানেন এমন কোন লোক দেখিতে পাইলেই ঈশ্বরের নাম গাইতে অনুরোধ করিতেন। নিজের পীড়ার বিষয় কৌতুক করিয়া বলিতেন—"আমি পিতার দুষ্ট ছেলে, তাঁর কথা শুনি নাই, স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছি, তাই পিতা আমাকে সাজা দিয়াছেন, এত মাস বিছানায় ফেলিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন।" এই ভাবিয়া রোগ যাতনা সহ্য করিতেন। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সেদিন কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতি যখন কাঁদিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিলেন "তোমরা কাঁদ কেন ঈশ্বর আমাকে টানিয়া লইতেছেন।"

"গরিবের প্রতি তাঁহার বড়ই দয়া ছিল। এক দিন রাস্তায় এক খোঁড়ার সহিত তাঁহার দেখা হয়, তথায় সে তাঁহাকে নিজের দুঃখ সমুদয় বর্ণনা করিয়া বলে; তিনি এই খোঁড়ার দুঃখ কাহিনী শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাহাকে তাঁহার নিজ বাসায় গাড়ী করিয়া আনিয়া কিছু খাওয়াইয়া সুস্থ করিলেন এবং পরে তাহার দুঃখের কারণ সমুদয় শুনিলেন। তিনি তাহাকে একটী ক্ষুদ্র দোকান করিবার জন্য টাকা দিলেন এবং মধ্যে মধ্যে খপর লইতে লাগিলেন। দোকান চলিল না দেখিয়া তিনি নিজের ব্যয়ে তাহাকে তাহার বাটীতে পাঠাইয়া দেন।"

প্রমদাচরণ বড় সুন্দর চিঠি পত্র লিখিতেন। নিম্নে একখানি মুদ্রিত হইল। একটী মহিলার বিবাহের প্রাক্কালে প্রমদাচরণ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন ;—

"প্রিয় ভগ্নী—আমি এতদিন তোমাকে কোন পত্রাদি

লিখি নাই, তাহার কারণ এই যে সমাজের লোকে তাহাতে দোষ দেখিতে পারে। তোমার বিবাহ যখন এত নিকটবর্ত্তী, তখন, এখন তোমাকে কেহ কিছুই বলিতে সাহস করিবে না, ভাবিয়াই এই পত্র লিখিতে বসিলাম। তোমার বিবাহ উপলক্ষে আমার আন্তরিক সদ্ভাবের চিহ্ন স্বরূপ যে কোন মূল্যবান উপহার দিব, জগদীশ্বর দরিদ্র করিয়া আমার সে পথ বন্ধ করিয়াছেন। * * সংসারের খবর আমি প্রায় কিছুই জানিনা তবে অপরের সংসার করা দেখিয়া এই শিখিয়াছি সংসারে সুখী হবার মূল মন্ত্র তিনটী (১) বুঝাইলে বুঝিব (২) সহ্য করিব এবং ক্ষমা করিব (৩) যাহার একটী মাত্র গুণ আছে তাহাকে সেই গুণের জন্যই ভাল বাসিব। এই তিনটী যদি সর্ব্বদা মনে থাকে, কোনও বিপদই হইবার সম্ভাবনা নাই। আর অধিক কি লিখিব।"

প্রমদাচরণ সখা সম্পাদন ব্যতীত কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু অতি মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে "চিন্তাশতক" ও সাথীর নাম করা হইয়াছে। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" প্রমদাচরণের প্রথম গ্রন্থ। ইহাতে পার্কার গ্যারিশন ও ভগিনী ডোরার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও প্রমদাচরণের প্রাণের গভীর একাগ্রতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রমদাচরণ বাঁচিয়া থাকিলে সম্ভবতঃ উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল বিধানে তিনি এ জগতে সে অবসর পাইলেন না। আমরা আশা করি ভগবান তাঁহার উৎ-

সাহী সন্তানকে মহত্তর ব্রতে ব্রতী করিবার অভিপ্রায়ে এমন অকালে পরলোকে টানিয়া লইয়াছেন।

প্রমদাচরণ পাঁচ হাজার টাকায় আপনার জীবন বিমা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে উইল করিয়া ইহার অধিকাংশ টাকা সখা ও ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রমদাচরণের জীবন—কথা সমাপ্ত হইল—সাধারণ পাঠকের নিকট সম্ভবতঃ ইহা অযথা পরিমাণে দীর্ঘ, এব এরূপ ক্ষুদ্র জীবনী যতটুকু পূর্ণ হইলে চলে, তদপেক্ষা অধিক পূর্ণ বোধ হইবে। আবার প্রমদাচরণের বন্ধুগণের নিকট ইহার অংশ বিশেষ নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অসহীন বোধ হইবারই কথা। এতদ্ব্যতীত অপরাপর কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যস্ততার মধ্যে কেবলমাত্র আট দশ দিনে এই জীবনী লিখিত ও মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ীতে ইহার মধ্যে অনেক গুরুতর ত্রুটী লক্ষিত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। আমরা আশা করি ,তজ্জন্য প্রমদাচরণের বন্ধুগণ আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পূর্ণ।